তাজউদ্দীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পাদনা: আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

প্রুফ সমন্বয়: উমেদ

পৃষ্ঠাসজ্জা: আসলাফ টীম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহিহভাবে কুরআন শিক্ষা

তাজওঈদ

যাইনাব আল-গাযী

মাকতাবাতুল আসলাফ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাজওইদ

© যাইনাব আল-গাযী

প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮
তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯

ISBN: 978-984-94065-2-5

অনলাইন পরিবেশক:

নিয়ামাহ বুকশপ

• নিয়ামাহ বুকশপ। ফোন: 01758715492

www.niyamahshop.com || /niyamahbook

ঘরে বসে অনলাইনে যে কোনও বই পেতে নিয়ামাহ বুকশপ এ যোগাযোগ করুন

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনও অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Tazweed by Zainab Al-Gazi, edited by Abdullah Al Masud, Published by Maktabatul Aslaf of Bangladesh.

এটি বইয়ের অনুমোদিত পিডিএফ ভার্সন।

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং ১৮, আন্ডারগ্রাউন্ড
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ: ০১৭৬২৩৯১৭৫৪, ০১৭৩৩৪৯৮০০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উৎসর্গ

আমার পরমপ্রিয় শ্রদ্ধেয়া উস্তাযা মুহতারামাহ খাদিজার প্রতি। তাঁর হাতেই আমার তাজওইদ শিক্ষার হাতেখড়ি। তিনি ছিলেন আরবীভাষী আর আমি বাংলাভাষী। ভাষার এই ভিন্নতার দেয়ালকে পাত্তা না দিয়ে তিনি পরম যতনে আমাকে তাজওইদ শিখিয়েছেন। কখনো হাতের ইশারায়, কখনো আরবিতে আর কখনো ইংরেজিতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় মমতার চাদরে তাকে জড়িয়ে রাখুন। এই জগতেও, সেই জগতেও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়সূচী

প্রকাশকের কথা ১১
প্রারম্ভিকা ১২

প্রথম অধ্যায়

তাজওইদের পরিচয়, হুকুম ও উদ্দেশ্য ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাহান ও এর প্রকারসমূহ ১৭
লাহান জালি ১৭
লাহান খাফি ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

তিলাওয়াতের প্রকারভেদ ১৯
আত-তাহক্বিক ১৯
আল-হাদার ১৯
আত-তাদওইর ১৯

চতুর্থ অধ্যায়

আল-ইস্তিয়াজাহর পরিচয় ও বিধিবিধান ২১
যেসব জায়গায় ইস্তিয়াজাহ সশব্দে পড়তে হয় ২২
যেসব জায়গায় ইস্তিয়াজাহ নিঃশব্দে পড়তে হয় ২২
তিলাওয়াতের শুরুতে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়ম ২২
সুরাহ আত-তাওবার আগে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়ম ২৩
ইস্তিয়াজাহ-সংক্রান্ত আরও কিছু নিয়ম ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল-বাসমালাহ্‌র পরিচয় ও বিধিবিধান ২৫

বাসমালাহ্ পড়ার নিয়ম-কানুন ২৫

সুরাহ্ আত-তাওবাহ্ ও সুরাহ্ আল-আনফাল একত্রে পড়ার নিয়ম ...২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাখরাজের বিবরণ ও প্রকারসমূহ ২৮

মাখরাজ আম ২৮

মাখরাজ খাস ২৯

মাখরাজ আম ও মাখরাজ খাসের প্রকারসমূহ ২৯

মাখরাজের চিত্র ৩২

সপ্তম অধ্যায়

সিফাতের বিবরণ ৩৪

সিফাতের প্রকারসমূহ ৩৪

সিফাত আসলিয়্যার প্রকারসমূহ ৩৫

সিফাত মুতাদদ্দাহর বিস্তারিত বিবরণ ৩৫

সিফাত গাইর মুতাদদ্দাহর বিস্তারিত বিবরণ ৪০

সিফাত আরদিয়্যার প্রকারসমূহ ৪৫

অষ্টম অধ্যায়

নুন সাকিন ও তানওইন এবং মিম সাকিনের বিবরণ ৫২

নুন সাকিনের পরিচয় ৫২

তানওইনের পরিচয় ৫২

নুন সাকিন ও তানওইনের হুকুম ৫২

মিম সাকিনের পরিচয় ৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবম অধ্যায়

তাফখিম ও তারকিকের বিবরণ ৬৩
তাফখিমের পরিচয় ৬৩
তারকিকের পরিচয় ৬৪
তাফখিম ও তারকিকের প্রকারসমূহ ৬৪
সব সময় তাফখিম ৬৪
কখনো তাফখিম কখনো তারকিক ৬৬
সব সময় তারকিক ৬৭

দশম অধ্যায়

মাদের পরিচয় ও প্রকারভেদ....................................৬৮
মাদ আসলির প্রকারসমূহ ৬৯
মাদ ফারয়ির প্রকারসমূহ ৭২

একাদশ অধ্যায়

ওয়াকফ এবং ইবতিদা'র বিবরণ ৭৭
ওয়াকফের পরিচয় ও প্রকারসমূহ ৭৭
ইবতিদা'র পরিচয় ও প্রকারসমূহ ৭৮

দ্বাদশ অধ্যায়

লাম তা'রিফ ৮১
লাম ক্বমারিয়্যার পরিচয় ৮১
লাম সামসিয়্যার পরিচয় ৮২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হামজাতুল ওয়াসল ৮৪

চতুর্দশ অধ্যায়

ওয়াকফর চিহ্নসমূহের বিবরণ ৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শেষ কথা..৮৮
সহায়ক গ্রন্থাবলি ৮৮
শব্দনির্দেশনা ৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পিডিএফ উন্মুক্তকরণ

তাজওইদ আমার একটা আবেগের নাম। অবশ্য আবেগটা একদম শুরু থেকেই ছিল না। শুরুতে খুব কঠিন কিছু ছিল, এমনই কঠিন একটা বিষয় যা জয় করা আমার জন্য যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মত ছিল। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বারাকাতে আল্লাহ এই বিষয় আমার জন্য সহজবোধ্য করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ্। উনার কৃপা ছাড়া আমার তো বিন্দু মাত্রই ক্ষমতা ছিল না একটা শব্দ লিখবার। সমস্ত প্রশংসা শুধু মাত্র আমার রব্বেরই।

তাজওইদ : সহিহ ভাবে কুরআন শিক্ষা ২০১৮ এর মাঝামাঝিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০২০ এর শেষের দিকে আমাদের Aslaf Arabic Academy -তে যখন নওমুসলিম ভাই ও বোনেরা কুরআন শুদ্ধিকরণ কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন, কুরআনকে শুদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন উনাদের দেখে মনে হচ্ছিল আমার এই কিতাবটা উন্মুক্ত করে দেই উনাদের জন্য। আর উনাদের উসিলায় সবার জন্যই আজ উন্মুক্ত করলাম এই কিতাবটা। অনলাইন, অফলাইন সকল একাডেমীর উস্তায/উস্তাযাহ, ছাত্র/ছাত্রী ও সর্বসাধারণের জন্য।

তবে একটা দাবী আমার রয়ে যাবে সকল পাঠকের কাছে। সবাই যেন এই কিতাব থেকে উপকৃত হোন, ইলমটা নিয়ে যেন আমল করেন, এবং কুরআন শুদ্ধ করার পেছনে যেন লাগাতার মেহনত দেন।

আমার এই ইলমান নাফিয়ান যেন সব সময় জারি থাকে, তা আমার ও আমার পরিবারের জন্য যেন সাদাকায়ে জারিয়া হয়। আমিন।

যাইনাব আল-গাযী

০৪/১২/২০২০

মাদিনা মুনাওয়ারাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআনুল কারীম। আর এই গ্রন্থ সহিহ ও শুদ্ধভাবে পড়ার মাধ্যম হলো তাজওইদ সম্পর্কে অবগত থাকা। এটি মূলত ইলমুল কিরাআতের সাথে সম্পর্কিত। এই শাস্ত্রের সাথে পরিচয় না থাকলে একজন মানুষের জন্য শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করাটা প্রায় অসম্ভব।

বাংলা ভাষায় তাজওইদ সম্পর্কে তেমন একটা বইপত্র রচিত হয়নি। যেগুলো হয়েছে সেগুলো আবার খুব বেশি সংক্ষিপ্ত। দুই-একটা আছে খুব বেশি বিস্তারিত। ফলে সংক্ষিপ্ত আর বিস্তারিত গোলকে পড়ে বাংলাভাষী পাঠক যথাযথ উপকার লাভ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু এই বইটিকে সংক্ষিপ্ত আর বিস্তারিত এর মাঝামাঝি অবস্থানে রেখে রচনা করা হয়েছে। ফলে একজন পাঠকের জন্য তা অন্যান্য তাজওইদ-গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশি ফায়দাজনক ও উপকারী বলে মনে হয়েছে। আর এখানেই এই বইটির সাথে বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য তাজওইদ-গ্রন্থের পার্থক্য।

এসব দিক বিবেচনা করেই আমরা বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের প্রত্যাশা, বইটি বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআনুল কারীম পড়ার নিয়ম-নীতি জানতে পাঠকদের সাহায্য করবে। এই বইকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে উপস্থাপন করতে আমরা কোনো ত্রুটি করিনি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায় তবে আমাদের জানানোর জোর অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ আমরা সানন্দে তা পরবর্তী সময়ে ঠিক করে নেব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বইটিকে কবুল করে নিন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد:

সমস্ত শোকর কেবলই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের, যিনি আমাকে তাঁর পবিত্র কালামের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এই শাস্ত্রের সামান্য খেদমত করার তাওফিক দান করেছেন।

আমার তাজওইদ শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল আমাদের এলাকার ছোটখাটো একটি প্রাইভেট হিফজখানায়। শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতাম বলে সে সময় তাজওইদ শেখার প্রতি আলাদা কোনো আগ্রহ ছিল না আমার। এমনকি সপ্তাহে যেদিন তাজওইদের দারস হতো সেদিন আমি মাদ্রাসাতেই যেতাম না। তাজওইদকে মনে হতো খুব কঠিন কিছু।

এভাবে দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। মাস শেষে দেখি তাজওইদের দারসের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয় না। মনে মনে খুশিই হলাম। পরীক্ষার ভয় যেহেতু ছিল না তাই এরপর থেকে আর কোনো দারস আমি মিস দিইনি। দারসে উপস্থিত হয়েছি। মুহতারামাহ উস্তাযাহ হোওয়াইট বোর্ডে যা লিখেছেন সবার মতো আমিও তা-ই খাতায় নোট করেছি। আগামাথা কোনো কিছুই আমি বুঝতাম না। আসলে চেষ্টাও খুব একটা ছিল না। দারস শেষে কেউ কেউ উস্তাযাকে প্রশ্ন করত। একদিন আমিও করলাম। উস্তাযা অনেক সময় নিয়ে যত্ন করে আমাকে বোঝালেন। যেহেতু আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তাই খুব মন লাগিয়ে তাঁর সব কথা শুনলাম। দারস শেষে আবিষ্কার করলাম এর থেকে মজার সাবজেক্ট আর কী হতে পারে? আমি যদিও শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতাম; কিন্তু আমার জানা ছিল না কেন একেক জায়গায় একেকভাবে আমাকে তিলাওয়াত করতে হচ্ছে! কোথাও অনেক লম্বা টান দিতে হচ্ছে। কোথাও সামান্য টান দিতে হচ্ছে। কোথাও গুন্নাহ করতে হচ্ছে। কোথাও গুন্নাহ ছাড়তে হচ্ছে। কোনো কোনো হারফকে আমি মোটা করে পড়ছি। আবার কোনো কোনো হারফকে চিকন করে পড়ছি। কিন্তু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এমনটা কেন করছি তাজওইদ শেখার মাধ্যমে আমি তা বুঝতে পারলাম।

আমার সেই উস্তাযার ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন। পরম যতনে তিনি আমাকে তাজওইদ শিখিয়েছেন। কুরআন হিফজ করা থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার প্রতি। তিনি সব সময় বলতেন, " মুখস্থবিদ্যা সবার এক রকম থাকে না। তবে সময় খরচ করে দিল-মন লাগালে যেকোনো বিষয় তুমি রপ্ত করতে পারবে। না বুঝে পুরো ৩০ পারা হিফজ করতে হবে না। তবে যতটুকু করবে বুঝে বুঝে করবে। তবেই তোমার অন্তর প্রশান্তি পাবে।"

তাঁর কাছে দারস কমপ্লিট করে আমি মদিনার মাসজিদে নববিতে ভর্তি হয়ে সেখানে তাজওইদের ওপর আরও বিস্তারিত দারস নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্। তখন থেকেই মনের ভেতর সুপ্ত বাসনা ছিল, তাজওইদের ওপর দু-চার কলম লিখব। তবে কোনোদিন ভাবিনি, ওয়াল্লাহি কোনোদিন ভাবিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমার মতো একজন অধম বান্দির এই সুপ্ত বাসনা কবুল করে নেবেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, সমস্ত শোকর একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। সম্পূর্ণ কিতাবটি লিখেছি মদিনার মাসজিদে নববিতে বসে। প্রতিবার লেখার আগে নামাজ পড়ে দুআ করে নিয়েছি। আমার হাত দিয়ে যে লেখা বের হয় তা যেন কেবলই কল্যাণের জন্য হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন। আমীন।

কুরআন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে না পারাটা দোষের কিছু না। তবে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা না করাটা মারাত্মক দূষণীয় ও গুনাহের কাজ। হরফসমূহ না চেনা, সেগুলোর মাখরাজ ও বৈশিষ্ট্য না জানা থাকার ফলে আমরা বাংলা অক্ষর দিয়ে আরবি লেখা কুরআন পড়ে তার অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত করে উল্টো গুনাহগার হচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন। এর থেকে উত্তরণের জন্য তাজওইদ শেখার কোনো বিকল্প নেই।

তাজওইদের দারস অনেক অনেক বিস্তারিত। আমি খুব সংক্ষেপে আর সহজ ভাষায় সবগুলো বিষয় নিয়েই লেখার চেষ্টা করেছি। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আল্লাহ আবার তাওফিক দিলে আরও বিস্তারিত করে লেখার চেষ্টা করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যারাই এই বইটি পড়বেন, আমার অনুরোধ থাকবে একজন যোগ্য উস্তাযের কাছে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের উচ্চারণ শুদ্ধ করে নেবেন। মনে করবেন এই তাজওইদ আপনার জন্য একটি চাবি। এই চাবি হাতের মুঠোয় এসে গেলে একে একে অনেকগুলো দরজা আপনার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সহিহভাবে তিলাওয়াত করার মাধ্যমে মনের ভেতর যখন অন্যরকম পরিতৃপ্তি অনুভব করবেন তখনই কেবল বুঝবেন কী নিয়ামত আপনার অর্জিত হয়েছে।

এই বইটি লেখার পর বারবার মনোযোগ সহকারে তা নিরীক্ষণ করা হয়েছে। উপস্থাপনা ও ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য মুহতারাম সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাসউদ অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টার পরেও এতে ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন কিছু গোচরে এলে পাঠকদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন থাকবে বিষয়টি অবগত করানোর জন্য। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময়ে তা শুধরে নেওয়া হবে।

মাকতাবাতুল আসলাফের কাছেও আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। বইটিকে ছাপার অক্ষরে পাঠকদের সামনে নিয়ে আসতে তারা যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের কবুল করে নিন। আমীন।

পুনশ্চ : এটি উক্ত কিতাবের তৃতীয় সংস্করণ, এই সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ হয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, দুটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে কিতাবটি আরও বেশি উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

যাইনাব হামদুল্লাহ আল-গাযী

মদিনা মুনাওওয়ারাহ

২২.১০.১৪৪০ হিজরী

২৪.০৬.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম অধ্যায়

তাজওইদের পরিচয়, হুকুম ও উদ্দেশ্য

শুরুতেই আমরা তাজওইদ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং সেই সাথে এর হুকুম, উদ্দেশ্য ও ফায়দা ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হব।

আভিধানিক অর্থ : তাহসিন التحسين। অর্থাৎ কোনো কিছু শুদ্ধ ও সুন্দর করা।

পারিভাষিক অর্থ : কুরআনের প্রতিটি হারফকে তার যথাযথ হক আদায় করে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সঠিক ও শুদ্ধ নিয়মে উচ্চারণ করাকে তাজওইদ বলে।

হুকুম : সামর্থ্যানুযায়ী তাজওইদসহ তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার জন্য ফরজে আইন।

আর শুধু তাজওইদ শিক্ষা করা হলো ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ, যারা তাজওইদের শিক্ষা ছাড়াই ভাষাগত কারণে বা অন্য কোনো কারণে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন তাদের জন্য তাজওইদ শিক্ষা করা ফরজ না। তবে যারা শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন না তাদের জন্য শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা ফরজ হয়ে যায়। আর এর ওপর ভিত্তি করেই তাজওইদ শিক্ষা করাকে প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার জন্য ফরজ বলা হয়।

উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআনুল কারিম সঠিক ও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে শেখা।

ফায়েদা : সবচেয়ে উত্তম ইলম অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আরও নিকটবর্তী হওয়া।

যিনি শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারবেন ও অর্থ বুঝবেন, তিনি জানতে পারবেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী আদেশ করেছেন ও কী নিষেধ করেছেন। **উদ্ভাবক :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আলাইহিস সালাম থেকে তাজওইদসহ শিখে তিলাওয়াত করেছেন এবং সাহাবিদের তা শিক্ষা দিয়েছেন। সে হিসেবে তিনি ছিলেন এর প্রথম প্রায়োগিক উদ্ভাবক। তবে তাজওইদের জ্ঞানকে সর্বপ্রথম কিতাব আকারে কে এনেছেন সে বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন, আবুল আসওয়াদ আদদুয়ালি, আবুল কাসেম উবাইদ বিন সালামা, আলখলিল বিন আহমাদ আল ফারাহিদি রাহিমাহুমুল্লাহ।

অনুশীলন

১. তাজওইদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

২. তাজওইদসহ তিলাওয়াত করার হুকুম কী?

৩. ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া বলতে কী বোঝায়?

৪. তাজওইদ শেখার উদ্দেশ্য কী?

৫. তাজওইদকে সর্বপ্রথম কিতাব আকারে কারা এনেছেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাহান ও এর প্রকারসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা লাহান ও এর প্রকারের সাথে পরিচিত হব। শুরুতেই জেনে নিই লাহানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ।

আভিধানিক অর্থ : সুর, বাচনভঙ্গি ও ভাষাগত ভুল।

পারিভাষিক অর্থ : তিলাওয়াতের সঠিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে ভুলভাবে তিলাওয়াত করা।

লাহান اللحن দুই প্রকার :

❁ লাহান জালি (اللحن الجلي)

❁ লাহান খাফি (اللحن الخفي)

লাহান জালি :

আভিধানিক অর্থ : স্পষ্ট ভুল।

পারিভাষিক অর্থ : এমন ভুল, যা শব্দের অর্থ ও রূপ বদলে দেয়। অর্থাৎ, তিলাওয়াতের সময় হারাকাত বা হারফ বদলে দেওয়া। হারাকাত বদলে দেবার উদাহরণ হলো জবরের জায়গায় পেশ পড়া। যেমন أَنْعَمْتَ এর স্থলে أَنْعَمْتُ পড়া। আর হারফ বদলে দেওয়ার উদাহরণ হলো ص এর জায়গায় س পড়া। যেমন صِرَاطَ এর স্থলে سِرَاتَ পড়া।

হুকুম : তিলাওয়াতের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অলসতার কারণে লাহান জালির মতো বড় ও স্পষ্ট ধরনের ভুল করা হারাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লাহান খাফি :

আভিধানিক অর্থ : অস্পষ্ট ভুল।

পারিভাষিক অর্থ : এমন ভুল, যা শব্দের রূপ বদলায় কিন্তু অর্থ বদলায় না। যেমন গুন্নাহ না করা, কলকলাহ না করা, তাফখিম না করা ইত্যাদি।

হুকুম : লাহান খাফির হুকুম নিয়ে তাজওইদ বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতোভেদ আছে। কারও কারও মতে, তিলাওয়াতের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অলসতার কারণে এমন ভুল করা হারাম। আর কেউ কেউ মত দিয়েছেন, যদি তিলাওয়াতকারী ভুলে অথবা অজ্ঞতার কারণে এমন ভুল করে তবে গুনাহগার হবে না।

অনুশীলন

১. লাহান কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী?

২. লাহান জালি কাকে বলে? এর হুকুম কী?

৩. লাহান খাফি কাকে বলে? এর হুকুম কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় অধ্যায়

তিলাওয়াতের প্রকারভেদ

এই অধ্যায়ে আমরা তিলাওয়াতের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব।

তিলাওয়াত তিনভাবে করা যায়।

❋ তাহক্বিক التحقيق

❋ তাদওইর التدوير

❋ হাদার الحدر

নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

আত-তাহক্বিক

খুব ধীরেসুস্থে আস্তে আস্তে মনোযোগ দিয়ে তাজওইদের সকল কায়দা-কানুন ঠিক রেখে তিলাওয়াত করা।

আল-হাদার

তাজওইদের সব কায়দা-কানুন ঠিক রেখে দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করা।

আত-তাদওইর

তাজওইদের কায়দা-কানুন ঠিক রেখে খুব দ্রুত বা খুব ধীর গতির পরিবর্তে তাহক্বিক ও হাদারের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে তিলাওয়াত করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উল্লেখ্য, এই তিন প্রকারেই তাজওইদের সব আহকাম ঠিক থাকবে। কেউ যদি তাহক্বিক থেকে ধীরে বা হাদর থেকে দ্রুত তিলাওয়াত করে তখন তাজওইদের আহকাম ছুটে যাওয়ার ফলে তিলাওয়াতে লাহান জালি হতে পারে।

অনুশীলন

১. কয়ভাবে তিলাওয়াত করা যায়? সেগুলোর পরিচয় কী?

২. কোনভাবে তিলাওয়াত করলে তাজওইদের কায়দা-কানুন ঠিক থাকে না?

৩. দ্রুত পড়ার ক্ষেত্রে যদি তাজওইদের কায়দা-কানুন আদায় করা না হয় তবে সে ক্ষেত্রে হুকুম কী হতে পারে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ অধ্যায়

আল- ইস্তিয়াজাহর পরিচয় ও বিধিবিধান

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আল-ইস্তিয়াজাহর (اَلْإِسْتِعَاذَةُ) সাথে পরিচিত হব। এর অর্থ ও বিধিবিধান এবং তিলাওয়াতের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কেও অবগত হব ইনশাআল্লাহ। শুরুতেই এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থটা জেনে নিই।

আভিধানিক অর্থ : আশ্রয় চাওয়া, আত্মরক্ষার প্রার্থনা করা।

পারিভাষিক অর্থ : "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম" পড়ার মাধ্যমে শয়তানের সমস্ত অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ইস্তিয়াজাহকে বাংলায় আমরা 'আউযুবিল্লাহ' শব্দে ব্যক্ত করে থাকি। ইস্তিয়াজাহ সম্পর্কে সুরা নাহলের ৯৮ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

> *"যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।"*

হুকুম : কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে পড়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ, পড়লে সোয়াব, না পড়লে গুনাহ নেই। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন তা পড়া ওয়াজিব।

ফায়দা : তিলাওয়াতের আগে আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে নেওয়ার দ্বারা মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং তিলাওয়াত বেশি ফলপ্রসূ হয়। ভুলে যাওয়া, ঘুম, ওয়াসওয়াসা ইত্যাদি আসে না।

ইস্তিয়াজাহ সশব্দে ও নিঃশব্দে দুইভাবেই পড়া যায়। নিম্নে উভয়টার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেসব জায়গায় ইস্তিয়াজাহ সশব্দে পড়তে হয় :

❋ কুরআন খোলার সময়।

❋ যদি তিলাওয়াতকারী জোরে তিলাওয়াত করে থাকে ও তার তিলাওয়াত শোনার জন্য কেউ উপস্থিত থাকে।

❋ যদি অনেকে মিলে তিলাওয়াত করে তাহলে যে শুরুতে তিলাওয়াত করবে তাকে জোরে পড়তে হবে।

যেসব জায়গায় ইস্তিয়াজাহ নিঃশব্দে পড়তে হয় :

❋ যদি তিলাওয়াতকারী একাকী মনে মনে তিলাওয়াত করে।

❋ যদি তিলাওয়াতকারী একাকী জোরে তিলাওয়াত করে এবং আশেপাশে তার তিলাওয়াত শোনার মতো কেউ না থাকে।

❋ যদি অনেকে মিলে তিলাওয়াত করে তাহলে প্রথম জনের পরবর্তীদের জোরে ইস্তিয়াজাহ পড়তে হবে না।

❋ জোরে কিরআত পড়তে হয় এমন নামাজের মধ্যে।

তিলাওয়াতের শুরুতে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়ম :

তিলাওয়াতের শুরুতে চারভাবে ইস্তিয়াজাহ পড়া যায়।

নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

এক. সবগুলো আলাদা করে পড়া। অর্থাৎ ইস্তিয়াজাহ পড়ে একটু থেমে বাসমালাহ (বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) পড়া এবং তারপর আবার একটু থেমে তিলাওয়াত শুরু করা।

দুই. ইস্তিয়াজাহ পড়ে একটু থামা তারপর বাসমালাহ পড়ে না থেমে এক নিঃশ্বাসে তিলাওয়াত শুরু করা।

তিন. ইস্তিয়াজাহ ও বাসমালাহ এক নিঃশ্বাসে পড়া। তারপর একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করা।

চার. ইস্তিয়াজাহ, বাসমালাহ এবং তিলাওয়াত সব একসাথে এক নিঃশ্বাসে শুরু করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুরাহ আত-তাওবাহর আগে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়ম :

যেহেতু সুরাহ আত-তাওবাহর আগে বাসমালাহ নেই, তাই ইস্তিয়াজাহ বলে তা শুরু করতে হয়। এর জন্য দুইটি নিয়ম রয়েছে।

এক. ইস্তিয়াজাহ ও প্রথম আয়াত এক সাথে মিলিয়ে পড়া।

দুই. ইস্তিয়াজাহ বলে একটু থামা তারপর প্রথম আয়াত থেকে তিলাওয়াত শুরু করা।

ইস্তিয়াজাহ-সংক্রান্ত আরও কিছু নিয়ম

উপরোল্লিখিত নিয়মগুলোর বাইরে ইস্তিয়াজাহ-সংক্রান্ত আরও কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো।

এক. সুরাহর মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে শুধু ইস্তিয়াজাহ পড়তে হয়, বাসমালাহ না।

দুই. যদি আয়াত শুরু হয় আল্লাহর নাম, নবিজীর কথা, জান্নাতের কথা, মুমিনদের কথা বা আল্লাহর যেকোনো নিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে, তাহলে ইস্তিয়াজাহ বলে অবশ্যই থামতে হবে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে তিলাওয়াত শুরু করতে হবে। আর যদি উল্টোটা হয়, অর্থাৎ আজাবের কথা, কুফফারদের কথা বা জাহান্নামের কথা থাকে তবে ইস্তিয়াজাহ বলে না থেমে একই শ্বাসে তিলাওয়াত শুরু করতে যাবে।

তিন. তিলাওয়াত করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াত থামিয়ে দিয়ে নতুন করে আবার পড়া শুরু করলে এর পূর্বে শুধু ইস্তিয়াজাহ পড়ে নিতে হবে। যেমন : কারও ফোন আসলে, কেউ এসে কথা বললে অথবা সালামের জবাব দিলে বা অন্য কোনো কারণে মাঝপথে তিলাওয়াত বন্ধ করলে।

চার. তিলাওয়াত করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াত বন্ধ করলে আবার নতুন করে তিলাওয়াত শুরু করার আগে ইস্তিয়াজাহ পড়তে হয় না। যেমন হাঁচি, হাই, কাশি ইত্যাদি আসলে অথবা সেগুলোর জবাব দিলে ইত্যাদি।

পাঁচ. যদি তিলাওয়াত করার সময় কুরআন বিষয়ে আলোচনা হয় তাহলে আবার তিলাওয়াত শুরু করার আগে ইস্তিয়াজাহ পড়া লাগবে না। যেমন কেউ তিলাওয়াত করছে এমন সময় অন্য কেউ তার কাছে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের তাফসির জানতে চাইল। চাই তিলাওয়াতের মাঝখানের বিরতিটা এক মিনিট হোক বা এক ঘণ্টা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুশীলন

১. ইস্তিয়াজাহর অর্থ ও হুকুম কী?

২. তিলাওয়াতের শুরুতে কয় ভাবে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়ম আছে? নিয়মগুলো কী কী?

৩. সুরাহ আত-তাওবাহর আগে ইস্তিয়াজাহ পড়ার নিয়মগুলো কী কী?

৪. তিলাওয়াতের মাঝে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াত বন্ধ হলে কীভাবে ইস্তিয়াজাহ পড়তে হবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল- বাসমালাহর পরিচয় ও বিধিবিধান

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা আল-বাসমালাহর (اَلْبَسْمَلَةُ) সাথে পরিচিত হব। এর অর্থ ও বিধিবিধান এবং তিলাওয়াতের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কেও অবগত হব ইনশাআল্লাহ। শুরুতেই এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থটা জেনে নিই।

আভিধানিক অর্থ : বিসমিল্লাহ বলা।

পারিভাষিক অর্থ : তিলাওয়াত করা বা অন্য কোনো ভালো কাজ করার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" বলা। মূলত বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমকেই সংক্ষেপে আল-বাসমালাহ বলা হয়। এটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে উদ্‌গত হয়েছে। সুরাহ আন-নামলের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন :

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

> *"এটি সুলাইমানের নিকট হতে এবং এটি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।"*

হুকুম : কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে ও সুরাহ আত-তাওবাহ ছাড়া বাকি সব সুরাহর শুরুতে বাসমালাহ পড়া ওয়াজিব। পরিহার করলে গুনাহ হবে।

বাসমালার স্থান : সুরাহ আত-তাওবাহ ব্যতীত প্রত্যেকটি সুরাহর শুরুতেই বাসমালাহ তথা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম রয়েছে।

বাসমালাহ পড়ার নিয়ম-কানুন

দুই সুরাহর মাঝখানে কয়েকভাবে বাসমালাহ পড়া যায়। নিম্নে এর বিবরণ প্রদান করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হলো।

এক. প্রথম সুরাহর শেষ আয়াত, বাসমালাহ ও দ্বিতীয় সুরাহর প্রথম আয়াত একসাথে এক নিঃশ্বাসে মিলিয়ে পড়া।

দুই. প্রথম সুরাহর শেষ আয়াত পড়ে একটু থেমে তারপর বাসমালাহ ও দ্বিতীয় সুরাহর প্রথম আয়াত একসাথে মিলিয়ে পড়া।

তিন. সবগুলোকেই আলাদাভাবে পড়া। অর্থাৎ প্রথম সুরাহর শেষ আয়াত পড়ে থামা। তারপর বাসমালাহ পড়ে থামা। তারপর নতুনভাবে দ্বিতীয় সুরাহর প্রথম আয়াত পড়া শুরু করা। উল্লেখ্য, প্রথম সুরাহর শেষ আয়াত ও বাসমালাহ মিলিয়ে পড়ে এরপর থেমে দ্বিতীয় সুরাহর প্রথম আয়াত পড়া নিষেধ। কারণ, এভাবে পড়লে মনে হয় বাসমালাহ হলো প্রথম সুরাহর শেষ আয়াত । অথচ বাস্তবে ব্যাপারটি তেমন নয়।

সুরাহ আত-তাওবাহ ও সুরাহ আল-আনফাল একত্রে পড়ার নিয়ম কেউ যদি সুরাহ আল-আনফাল পড়ে এরপর একই বৈঠকে সুরাহ আত-তাওবাহ পড়ে তাহলে তিন পদ্ধতিতে তা পড়তে পারবে ।

সেই তিনটি পদ্ধতি এই :

এক. সুরাহ আল-আনফালের শেষ আয়াতের শেষ অংশ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ পড়ে নিঃশ্বাস না ফেলে সামান্য চুপ থেকে এরপর بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ পড়ে সুরাহ আত-তওবাহ শুরু করা। এই নিয়মকে বলা হয় সাকতাহ।

দুই. সুরাহ আল-আনফালের শেষ আয়াতের শেষ অংশ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ পড়ে নিঃশ্বাস ফেলে সামান্য চুপ থেকে এরপর بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ পড়ে সুরাহ আত-তাওবাহ শুরু করা।

তিন. সুরাহ আল-আনফালের শেষ আয়াতের শেষ অংশ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ পড়ে নিঃশ্বাস না ফেলে বরং দুই আয়াতকে মিলিয়ে ইকলাবের গুন্নাহ[১] করে بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ পড়ে তিলাওয়াত শুরু করা।

[১] ইকলাবের গুন্নাহ- عَلِيمٌ শব্দের দুই পেশকে মিমের মতো আওয়াজ করে এরপর গুন্নাহ করে بَرَاءَةٌ বলবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুশীলন

১. বাসমালাহর অর্থ ও হুকুম কী?

২. দুই সুরাহর মাঝে বাসমালাহ পড়ার নিয়মগুলো কী কী ও নিষিদ্ধ নিয়মটি কী?

৩. সুরাহ আল-আনফাল ও সুরাহ আত-তাওবাহ একই বৈঠকে পড়ার নিয়মগুলো কী কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাখরাজের বিবরণ ও প্রকারসমূহ

এই অধ্যায়ে আমরা মাখরাজ, এর অর্থ এবং প্রকারসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতেই মাখরাজ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জেনে নিই।

আভিধানিক অর্থ : বের হওয়ার জায়গা।

পারিভাষিক অর্থ : মাখরাজ শব্দটি এসেছে আরবী খুরুজ ক্রিয়ামূল থেকে। খুরুজ শব্দের অর্থ হলো বের হওয়া। তাজওইদে মাখরাজ বলে বোঝানো হয় হারফ উচ্চারণ হওয়ার স্থান।

মাখরাজের প্রকারসমূহ

এবার আমরা একে একে মাখরাজের প্রকারগুলো তুলে ধরব।

মাখরাজ المخرج দুই প্রকার

❋ মাখরাজ আম المخرج العام

❋ মাখরাজ খাস المخرج الخاص

নিম্নে এই দুই প্রকারের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

মাখরাজ আম : সাধারণ মাখরাজকে মাখরাজ আম বলে। অর্থাৎ এটি এমন একটি মাখরাজ, যেই মাখরাজের মাঝে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা থেকে আরও অনেকগুলো হারফ উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন : সম্পূর্ণ জিহ্বা একটি মাখরাজ আম। এই জিহ্বার কিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নির্দিষ্ট জায়গা থেকে; যেমন জিহ্বার আগা থেকে কিছু হারফ, গোড়া থেকে কিছু হারফ উচ্চারিত হয়ে থাকে।

মাখরাজ খাস : বিশেষ মাখরাজকে মাখরাজ খাস বলে। অর্থাৎ মাখরাজ আমের নির্দিষ্ট একটি জায়গা, যেখান থেকে এক, দুই বা ততোধিক হারফ উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন জিহ্বার আগা, মাঝখান, কিনার ইত্যাদি।

মাখরাজ আম ও মাখরাজ খাসের প্রকারসমূহ

মাখরাজ আম ৫ প্রকার। এই ৫ প্রকার মাখরাজ আম থেকে ১৭ টি মাখরাজ খাসের উৎপত্তি।

নিম্নে প্রত্যেকটির পরিচয় প্রদান করা হলো।

আল-যউফ الجوف

আমাদের গলা থেকে মুখ পর্যন্ত যে খালি যায়গাটা আছে এবং যেখানে হাওয়া জমে থাকে তাকে বলে আল-যউফ।

- মাদের হারফ ا – و – ى এই তিনটি সেখান থেকে উচ্চারিত হয়। এই মাখরাজ আমের কোনো মাখরাজ খাস নেই।
- মাদের হারফ- আলিফ সাকিনের আগে যবর, ওয়াও সাকিনের আগে পেশ, ইয়া সাকিনের আগে যের আসলে সেই আলিফ, ওয়াও, ইয়া মাদের হারফ হয়।

আল-হালক الحلق

হালক অর্থ গলা। গলা থেকে উচ্চারিত হুরুফগুলোকে হালকের হুরুফ বলে। হালক থেকে ৬টি হারফ উচ্চারিত হয়। তা হলো : ء –ه –ع –ح –غ –خ

হালক একটি মাখরাজ আম, এবং এই মাখরাজ আমের মধ্যে মোট তিনটি মাখরাজ খাস রয়েছে। সেগুলো এই :

- **আকসাল হালক** (اقصى الحلق) - অর্থাৎ গলার শেষ অংশ। যার অবস্থান মুখ থেকে সবচেয়ে দূরে। ঠিক যেখানে বুকের সীমানা শেষ হয়ে গলার অংশ শুরু হয়েছে। এখান থেকে দুটি হারফ উচ্চারিত হয়। তা হলো : ء – ه

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

❋ **ওয়াসাতল হালক** وسط الحلق -অর্থাৎ গলার মাঝের অংশ। এখান থেকে দুটি হারফ উচ্চারিত হয়। তা হলো : ح – ع

❋ **আদনাল হালক** ادنى الحلق – অর্থাৎ গলার শুরুর অংশ। এখান থেকে দুটি হারফ উচ্চারিত হয়। তা হলো : خ – غ

আল-লিসান اللسان

লিসান শব্দের অর্থ জিহ্বা। এই মাখরাজ আম থেকে মোট ১০ টি মাখরাজ খাসের উৎপত্তি হয়েছে। যা ১৮টি হারফের জন্য ব্যবহার হয়। সেই ১০টি মাখরাজ খাস এই :

❋ **আকসাল লিসান** : অর্থাৎ জিহ্বার গোড়ার অংশ। জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর ওপরে তালুর সঙ্গে লেগে উচ্চারিত হবে : ق

❋ **আকসাল লিসান** : ক্বফের মাখরাজের সামান্য নিচে জিহ্বার গোড়ার অর্ধাংশের মধ্যস্থল এবং তার ওপরে তালুতে লেগে উচ্চারিত হবে : ك

❋ **ওয়াসাতল লিসান** : জিহ্বার মধ্যস্থল এবং তার বরাবর ওপরে তালুর সাথে লেগে তিনটি হারফ উচ্চারিত হবে : ي – ش – ج (এই ي মাদের হারফ নয়, যা যউফ থেকে আসে)

❋ **হাফফাতুল লিসান** حافة اللسان - অর্থাৎ জিহ্বার কিনারা। জিহ্বার গোড়ার দুই কিনারা ওপরের দুই পাশের মাড়ির দাঁতের সাথে লাগবে ও জিহ্বার মাঝের অংশ নিচে নেমে নৌকার মতো হবে এবং খালি যায়গায় বাতাস জমিয়ে জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ায় ছোট গোস্তের টুকরায় লেগে উচ্চারিত হবে : ض

❋ **হাফফাতুল লিসান** : জিহ্বার এক কিনারা বা উভয় কিনারা ওপরের মাড়ির দাঁতের সাথে মিলিয়ে জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ায় ছোট গোস্তের টুকরায় লেগে উচ্চারিত হবে : ل

❋ **তরফাল লিসান** طرف اللسان - অর্থাৎ জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ায় ছোট গোস্তের টুকরায় চাপ দিয়ে উচ্চারিত হবে : ن

❋ **দহর তরফাল লিসান** : দহর ظهر অর্থ পিঠ, দহর তরফ মানে জিহ্বার আগার পিঠ, এই দুই অংশটুকু ওপরের দাঁতের পেছনের গোড়ার গোস্তের টুকরো থেকেও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিছুটা পেছনে তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হবে : ر

❋ **দহর তরফাল লিসান :** অর্থাৎ জিহ্বার পিঠ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে (এই সময় জিহ্বার আগা দাঁতের পেছনে সম্পূর্ণ লেগে থেকে দাঁতের আগা পর্যন্ত আসবে) উচ্চারিত হবে : ط – د – ت

❋ **দহর তরফাল লিসান :** জিহ্বার পিঠ ওপরের দুই দাঁতের আগায় আলতোভাবে লেগে উচ্চারিত হবে : ظ – ذ – ث

❋ **তরফাল লিসান :** ওপরের ও নিচের সামনের দুই দাঁত খুব কাছাকাছি থাকবে কিন্তু ওপরের দুই দাঁত ও নিচের দুই দাঁত একসাথে লাগবে না। এরপর জিহ্বার আগা ওপরের ও নিচের সামনের দাঁতের মাঝখানে স্থাপন করে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে উচ্চারিত হবে : ص – س – ز

আশ-শাফাতান الشفتان

শাফাতান অর্থ দুই ঠোঁট। এখান থেকে মোট চারটি হারফ উচ্চারিত হয়।

❋ নিচের ঠোঁটের পেটে ওপরের সামনের দুই দাঁতের আগা লেগে উচ্চারিত হবে : ف

❋ দুই ঠোঁটকে গোল করে এরপর আবার খুলে এরপর আবার গোল করে উচ্চারিত হবে : و

❋ দুই ঠোঁটকে লাগিয়ে এরপর আবার খুলে উচ্চারিত হবে : ب – م

আল-খাইসুম الخيشوم

নাকের বাঁশিকে খাইসুম বলা হয়। খাইসুম থেকে গুন্নাহর উৎপত্তি। এর থেকে কোনো হারফ উচ্চারিত হয় না। খাইসুম গুন্নাহের মাখরাজ খাস। নাকের বাঁশি থেকে যে গুনগুন আওয়াজ হয় একেই গুন্নাহ বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাখরাজ المخرج

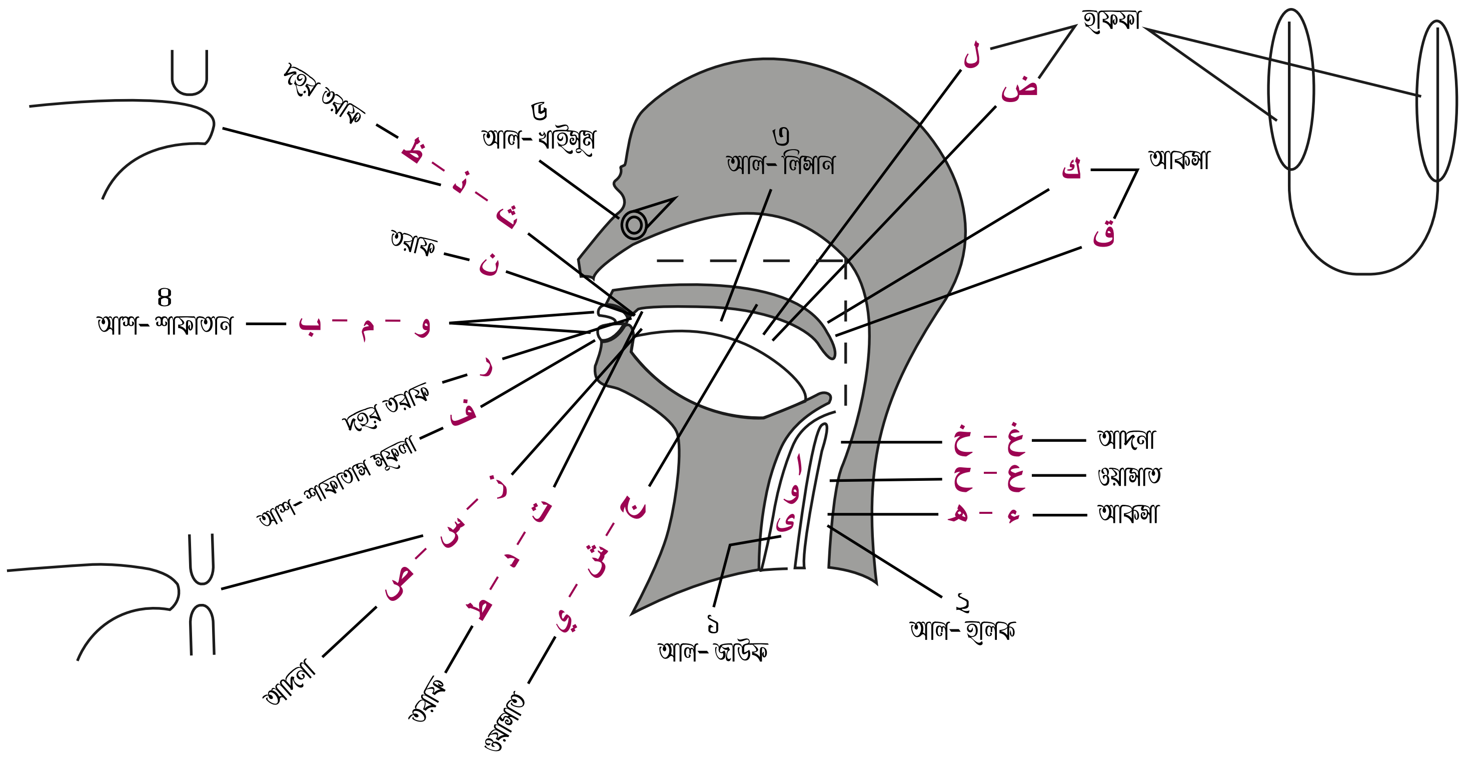

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুশীলন

১. মাখরাজ আম ও মাখরাজ খাস কী ও কয়টি?

২. ن – ف – ق – ض – س এই হারফগুলোর মাখরাজ আম ও খাস কী কী?

৩. খাইসুম কাকে বলে? এর থেকে কিসের উৎপত্তি হয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সপ্তম অধ্যায়

সিফাতের বিবরণ

এই অধ্যায়ে আমরা সিফাতুল হুরুফ বা প্রতিটি হারফের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতেই জেনে নিই সিফাতুল হুরুফ কাকে বলে।

আভিধানিক অর্থ : সিহাতুল হুরুফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে হারফসমূহের বৈশিষ্ট্য।

পারিভাষিক অর্থ : আলাদা আলাদা করে চেনার জন্য প্রত্যেক মানুষের যেমন কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, সে রকম আলাদা আলাদা করে চেনার জন্য প্রতিটি হারফেরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যাতে করে উচ্চারণ করার সময় ভিন্ন দুটো হারফ একই রকম না হয়ে যায়। যেমন ط এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে তাফখিম অর্থাৎ ভারী করে পড়তে হয়। আর ت এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে তারকিক অর্থাৎ পাতলা করে পড়তে হয়। দুটোর মাখরাজ যেহেতু একই, তাই সিফাতে ভিন্নতা না আনলে শুদ্ধভাবে হারফ দুটোকে আলাদা করা যাবে না।

ফায়েদা : সিফাত জানার দ্বারা প্রতিটি হারফের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যার মাধ্যমে তিলাওয়াত করার সময় হারফগুলো আলাদা করে পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

সিফাতের প্রকারসমূহ

প্রথমত সিফাত দুই রকম :

- **সিফাত আসলিয়্যা** الصفات الاصلية - যে সিফাতগুলো সর্বাবস্থায় হারফের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কখনো বিলুপ্ত হয় না তাকে সিফাত আসলিয়্যা বলে। এই সিফাতকে লাযেমি সিফাতও বলা হয়। যেমন যের যবর পেশ কিংবা সাকিন যেটাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হোক না কেন ظ – ط – ض – ص এই হারফগুলোর সিফাত কখনো পরিবর্তন হয় না। তাই এই হারফগুলোর সিফাতকে সিফাত আসলিয়্যা বলা হয়।

❋ **সিফাত আরদিয়্যা الصفات العرضية** - যে সিফাতগুলো সর্বাবস্থায় হারফের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না; বরং অবস্থাভেদে কখনো কখনো তা বিলুপ্তও হয়ে যায় তাকে সিফাত আরদিয়্যা বলে। যেমন الله শব্দের ل এর আগে যবর বা পেশ হলে ل হারফটি তাফখিম অর্থাৎ ভারী হয়। আর যদি যের হয় তাহলে তারকিক অর্থাৎ পাতলা হয়ে যায়। তখন আর তার মধ্যে তাফখিম নামক সিফাতটি থাকে না।

সিফাত আসলিয়্যার প্রকারসমূহ

সিফাত আসলিয়্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো :

❋ **সিফাত মুতাদদ্দাহ الصفات المتضادة** - এটি এমন সিফাত আসলিয়্যা, যার বিপরীত সিফাত আছে।

❋ **সিফাত গাইর মুতাদদ্দাহ الصفات غير المتضادة** - এটি এমন সিফাত আসলিয়্যা, যার বিপরীত সিফাত নেই।

সিফাত মুতাদদ্দাহের বিস্তারিত বিবরণ

বিপরীত সিফাত আছে এমন সিফাত মোট ১১ টি :

১. হামস الهمس --- জাহর الجهر

২. শিদ্দাহ الشدة --- তাওয়াসসুত التواسط --- রাখাওয়াহ الرخاوة

৩. ইস্তি’লা الإستعلاء --- ইস্তিফাল الإستفال

৪. ইতবাক্ব الإطباق --- ইনফিতাহ الإنفتاح

৫. ইজলাক্ব الإذلاق --- ইসমাত الإصمات

নিম্নে প্রত্যেকটি সিফাতের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এক.

হামস الهمس

আভিধানিক অর্থ : অস্পষ্টতা, ফিসফিসানি, গোপনতা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : হামস এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় নিঃশ্বাস চলমান থাকে এবং খুব হালকাভাবে সেগুলো উচ্চারিত হয়।

হামসের হারফ মোট ১০টি। তা হলো :

ف – ح – ث – ه – ش – خ – ص – س – ك – ت

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتُ

(ফাহাসসাহু শাখসুন সাকাত)

অর্থ : তিনি কাউকে চুপ করাতে চাইলেন

জাহর الجهر

আভিধানিক অর্থ : প্রকাশ করা।

পারিভাষিক অর্থ : জাহর এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় নিঃশ্বাস চলমান থাকে না এবং খুব পরিষ্কারভাবে হারফগুলো উচ্চারণ করতে হয়। জাহরের হারফসমূহ হলো হামসের ১০টি হারফ বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত হারফ। যেমন :

أ – ب – ج – د – ذ – ر – ز – ض – ط – ظ – ع – غ – ق – ل – م – ن – و – ي

দুই.

শিদ্দাহ الشدة

আভিধানিক অর্থ : শক্তি, প্রচণ্ডতা।

পারিভাষিক অর্থ : শিদ্দাহ এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ চলমান থাকে না, এবং খুব শক্তি দিয়ে সেগুলো উচ্চারণ করতে হয়। শিদ্দাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হারফ মোট ৮ টি। তা হলো : ء – ق – د – ج – ط – ك – ب – ت

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

أَجِدُ قَطٌ بَكَتْ

(আজিদু ক্বতুন বাকাত)

অর্থ : কান্নারত হালতে একজন মহিলাকে পেয়েছি

রাখাওয়াহ الرخاوة

আভিধানিক অর্থ : স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বাভাবিকতা কোমলতা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : রাখাওয়াহ এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ চলমান থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সেগুলো উচ্চারিত হয়।

রাখাওয়াহর হারফ হলো, শিদ্দাহ ও তাওয়াসসুত বাদে বাকি সবগুলো হারফ। যেমন :

ث – ح – خ – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ظ – غ – ف – و – ه – ي

তাওয়াসুত التواسط

আভিধানিক অর্থ : মধ্যম, মাঝামাঝি।

পারিভাষিক অর্থ : তাওয়াসুত এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলোর মধ্যে আওয়াজে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ আওয়াজ একেবারে আটকে দেওয়া যাবে না আবার একেবারে ছেড়েও দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই সিফাতটি শিদ্দাহ ও রাখাওয়াহর মধ্যবর্তী সিফাত।

তাওয়াসুতের হারফ মোট ৫ টি।

তা হলো : ل – ن – ع – م – ر

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

لَنْ عُمَر

(লান উমার)

অর্থ : বয়স হবে না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিন.

ইস্তি'লা الإستعلاء

আভিধানিক অর্থ : ওপরে ওঠা।

পারিভাষিক অর্থ : ইস্তি'লা এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার গোড়া ওপরে তালুর কাছে উঠে যায়। ফলে হারফের আওয়াজ মোটা হয়।

ইস্তি'লার হারফ মোট ৭ টি।

তা হলো : خ – ص – ض – غ – ط – ق – ظ

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

خُصَّ ضَغْطٌ قِظْ

(খুসসা দগতুন ক্বিজ)

অর্থ : নির্দিষ্ট তালে উল্লাসধ্বনি

ইস্তিফাল الإستفال

আভিধানিক অর্থ : নিচে নামা।

পারিভাষিক অর্থ : ইস্তিফাল এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার গোড়া ওপরের তালুর থেকে দূরে নিচের দিকে থাকে। ফলে হরফের আওয়াজ চিকন হয়।

ইস্তিফালের হারফ হলো, ইস্তি'লার ৭টি হারফ বাদে বাকি সবগুলো হারফ। যেমন :

أ – ب – ت – ث – ج – ح – د – ذ – ر – ز – س – ش – ع – ف – ك – ل – م – ن – و – ه – ي

চার.

ইতবাক্ব الإطباق

আভিধানিক অর্থ : লাগিয়ে রাখা।

পারিভাষিক অর্থ : ইতবাক্ব এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জিহ্বার গোড়ার দিকের কিছু অংশ ওপরে তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এবং জিহ্বার মাঝের অংশ নিচে ও আগা ওপরে দাঁতের পেছনে থাকে। জিহ্বা ও তালুর মাঝ দিয়ে আওয়াজ ঘুরপাক খাবে, মুখে বাতাস থাকবে ও আওয়াজ ভারী শোনা যাবে। ইতবাক্বের হারফ মোট ৪ টি।

তা হলো : ص – ض – ط – ظ

এটি মনে রাখার জন্য কোনো বাক্য নেই; বরং এরা পরপর চারটি হুরুফ।

ইনফিতাহ الإنفتاح

আভিধানিক অর্থ : খুলে যাওয়া, দূরত্ব রাখা।

পারিভাষিক অর্থ : ইনফিতাহ এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা ওপরের তালু থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর মাঝ দিয়ে আওয়াজ ঘুরপাক খাবে না; বরং আওয়াজ সম্পূর্ণ বের হয়ে আসবে। মুখে বাতাস থাকবে না ও আওয়াজ ভারী শোনা যাবে না।

ইনফিতাহের হারফ হলো, ইতবাক্বের ৪টি হারফ বাদে বাকি সবগুলো হারফ। যেমন :
أ – ب – ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ع –
غ – ف – ق – ك – ل – م – ن – و – هـ – ي

পাঁচ.

ইজলাক্ব الإذلاق

আভিধানিক অর্থ : জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা বা শেষ প্রান্ত।

পারিভাষিক অর্থ : ইজলাক্ব এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো ঠোঁটের কিনারার মাধ্যমে কোনোরকম কষ্ট ও প্রেশার ছাড়া হালকা ও দ্রুত গতিতে উচ্চারিত হয়।

ইজলাক্বের হারফ মোট ৬ টি। তা হলো : ف – ر – م – ن – ل – ب

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

> فَرَّ مِنْ لُبْ
>
> *(ফাররা মিন লুব)*
>
> *অর্থ : সজ্জা পরিহার করা।*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসমাত الإصمات

আভিধানিক অর্থ : নিষিদ্ধ কিছু বা চুপচাপ।

পারিভাষিক অর্থ : শুধু ইসমাতের হারফগুলো দিয়ে আরবি চার বা পাঁচ হারফ বিশিষ্ট শব্দ বানানো নিষেধ, অর্থাৎ এই হুরূফ দিয়ে যদি আরবির চার বা পাঁচ হারফ বিশিষ্ট কোনো শব্দ হয়, ও তাতে কোনো ইজলাক্বের হারফ না থাকে তবে সেই শব্দটি ভুল শব্দ হবে। আরবি যেকোনো চার বা পাঁচ হারফ বিশিষ্ট শব্দে অবশ্যই ইজলাক্বের একটি হারফ হলেও থাকবে।

উল্লেখ্য, যেসব হারফে ইজলাক্ব এবং ইসমাতের সিফাত আছে তা তাজওইদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং আরবি ভাষার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কুরআনুল কারীম স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তরফ থেকে নির্ভুলভাবে প্রেরিত হয়েছে ও নির্ভুলভাবে অক্ষত আছে অর্থাৎ মানবরচিত নয়।

ইসমাতের হারফ হলো, ইজলাক্বের ৬টি হারফ বাদে বাকি সবগুলো হারফ। যেমন :
أ – ت – ث – ج – ح – خ– د – ذ – ز – س – ش – ص– ض – ط – ظ – ع– غ – ق – ك – و – ه – ي

সিফাত মুতাদদ্দাহ তথা যেসব সিফাতের বিপরীত সিফাত পাওয়া যায় তার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর এবার আমরা সিফাত গাইর মুতাদদ্দাহ তথা যেসব সিফাতের বিপরীত সিফাত পাওয়া যায় না তার আলোচনা করব। উল্লেখ্য, এই সিফাতগুলোর বিপরীত বৈশিষ্ট্য আছে তবে সেগুলো হারফের মাঝে বিদ্যমান নেই।

সিফাত গাইর মুতাদদ্দাহের বিস্তারিত বিবরণ

বিপরীত বৈশিষ্ট্য নেই এমন সিফাত ৯ টি :

১. সফির الصفير

২. খফা’ الخفاء

৩. লিন اللين

৪. ইনহিরাফ الإنحراف

৫. তাকরার التكرار

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬. তাফাশশি التفشي

৭. ইস্তিত্বালাহ الإستطالة

৮. গুন্নাহ الغنة

৯. কলকলাহ القلقلة

সফির الصفير

আভিধানিক অর্থ : পাখির আওয়াজ।

পারিভাষিক অর্থ : সফির এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আলাদা একটি আওয়াজ বের হবে। যা শুনতে অনেকটা পাখির আওয়াজের মতো। সফিরের হারফ মোট ৩ টি। তা হলো : ص – ز – س

খফা الخفاء

আভিধানিক অর্থ : লুকিয়ে থাকা।

পারিভাষিক অর্থ : খফা' এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ লুকিয়ে থাকবে এবং সম্পূর্ণ মাখরাজে বিস্তৃত হবে।

খফা'র হারফ তিনটি। তা হলো মাদের তিন হারফ : ا – و – ى

লিন اللين

আভিধানিক অর্থ : সহজতা, নরম প্রকৃতির হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : লিন এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় খুব সহজভাবেই উচ্চারিত হবে। জিহ্বায় আলাদা কোনো চাপ পড়বে না।

লিনের হারফ মোট ২টি। তা হলো : و এবং ي সাকিন দেওয়া ও তাদের আগের হারফে যবর দেওয়া।

ইনহিরাফ الإنحراف

আভিধানিক অর্থ : বিচ্যুত হওয়া, এক জায়গায় না থাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পারিভাষিক অর্থ : ইনহিরাফ এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় মাখরাজ এক জায়গায় স্থির থাকে না; বরং এক জায়গা থেকে শুরু হবার পর তা বিস্তৃত হয়ে আরেক জায়গায় চলে যায়।

ইনহিরাফের হারফ মোট ২টি। তা হলো : ل এবং ر

তাকরার التكرار

আভিধানিক অর্থ : থেমে না থাকা বা পুনরাবৃত্তি হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : তাকরার এমন সিফাতকে বলে, যার হারফটি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার আগা থেমে না থেকে বাতাসের ধাক্কায় ঢেউ খেতে থাকবে।

তাকরারের হারফ ১টি। তা হলো : ر

তাফাশশি التفشي

আভিধানিক অর্থ : অনেকগুলো বাতাস ছড়িয়ে পড়া।

পারিভাষিক অর্থ : তাফাশশি এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় সমস্ত মুখে হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে।

তাফাসসির হারফ ১টি। তা হলো : ش

ইস্তিত্বলা الإستطالة

আভিধানিক অর্থ : প্রসারতা, দীর্ঘতা।

পারিভাষিক অর্থ : ইস্তিত্বলা এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ জিহ্বার চারপাশে প্রসারতা লাভ করে বা জিহ্বার সম্পূর্ণ কিনারা নিয়ে উচ্চারিত হয়।

ইস্তিত্বলার হারফ ১টি। তা হলো : ض

গুন্নাহ الغنة

আভিধানিক অর্থ : নাকি আওয়াজ।

পারিভাষিক অর্থ : গুন্নাহ এমন সিফাতকে বলে, যার আওয়াজ সম্পূর্ণ নাক থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসে। সেখানে জিহ্বার কোনো ভূমিকা থাকে না। গুন্নাহর কোনো হারফ নেই। এটা শুধু আওয়াজ।

অর্থাৎ নুন ও মিম অধিক সময় ধরে পড়ার সময় নাক থেকে যে আওয়াজটা আসে সেটাই গুন্নাহ।

(গুন্নাহের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা নুন সাকিনের অধ্যায়ে আসবে)

কলকলাহ القلقلة

আভিধানিক অর্থ : অস্থায়িত্ব, কম্পন, নাড়াচাড়া।

পারিভাষিক অর্থ : আল-কলকলাহ এমন সিফাতকে বলে, যার হারফগুলো উচ্চারণ করার সময় আওয়াজকে আটকে ধরে রেখে মাখরাজের সাথে ধাক্কা দিয়ে এরপর উচ্চারণ করতে হয়। কলকলাহের হারফ মোট ৫টি।

তা হলো : ق – ط – ج – د – ب

এই হুরুফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

قُطْبُ جِد

(কুতবু জিদ)

অর্থ : গুরুতরভাবে বিরক্ত হওয়া

উল্লেখ্য, এই ৫টি হারফে এসে ওয়াকফ করলে কিংবা এই ৫টি হারফে সাকিন থাকলে তখন কলকলাহ হবে। এই ৫টি হারফ ব্যতীত আর কোনো হারফে কলকলাহ হয় না। কলকলাহর আওয়াজটা যবরের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

কলকলাহর স্তরবিন্যাস

কলকলাহর কয়েকটি স্তর আছে :

১.মাউক্বুফ আলাইহি মুশাদ্দাদ :

মাউক্বুফ অর্থ যার ওপর ওয়াকফ হয়েছে। মুশাদ্দাদ বলা হয় তাশদীদযুক্ত হারফকে। অর্থাৎ তাশদীদযুক্ত হারফের ওপর ওয়াকফ করা হয়েছে ।

এই ক্ষেত্রে কলকলাহর হারফে তাশদীদ দেওয়া থাকবে এবং সেখানে ওয়াকফ করা হবে। যেমন : حَقَّ – وَتَبَّ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এটা হলো কলকলাহ আকবর। এটা সবচেয়ে ভারী হবে।

২. মাউক্কুফ আলাইহি সাকিন :

কলকলাহর হারফে সাকিন দেওয়া থাকবে এবং সেখানে ওয়াকফ করা হবে।

যেমন : صَمَدُ – حَسَدَ – خَلَقَ

এটা হলো কলকলাহ কাবির। প্রথমটার তুলনায় এটা সামান্য হালকা হবে।

৩. সাকীন মাউসুল :

মাউসুল অর্থ পৌঁছে যাওয়া। অর্থাৎ ওয়াকফ হবে না। এই ক্ষেত্রে কলকলাহর হারফটি শব্দের মাঝে সাকিন অবস্থায় থাকবে।

যেমন : اَبْصَار – نَجْعَلَ

একে বলে কলকলাহ সুগরা। দ্বিতীয়টির তুলনায় এটি আরেকটু হালকা হবে।

৪. মুতাহাররিক :

হারাকাতযুক্ত হারফকে মুতাহাররিক বলে। এই ক্ষেত্রে কলকলাহর হারফগুলোতে যের-যবর-পেশ দেয়া থাকবে। সাকিন বা তাশদীদ থাকবে না।

যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - وَجَعَلَ

একে বলা হয় আসলুল কলকলাহ। এখানে কলকলাহ হবে না।

উল্লেখ্য, কলকলাহর অনুশীলনের জন্য সুরাহ ত্বরিক, বুরুজ, বালাদ ও ফাজর ইত্যাদি বেশি উপযোগী। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে কলকলাহর শব্দ পাওয়া যায়।

কলকলাহর উদাহরণসমূহ			
নং	প্রকার	উদাহরণ	নাম
১	তাশদিদ ওয়ালা কলকলার হারফে ওয়াকফ	بِالْحَقِّ	আকবার
২	সাকিন ওয়ালা কলকলার হারফে ওয়াকফ	مُحِيطْ	কুবরা
৩	কলকলার হারফ টি শব্দের মাঝে হবে	يَجْمَعَ	সুগরা
৪	কলকলার হারফে হারাকাত থাকবে	طُبِعَ	আসলুল কলকলা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সিফাত আরদিয়্যার প্রকারসমূহ

সিফাত আরদিয়্যা মাত্র চারটি। তা হলো :

❋ ইদগাম

❋ আহকাম ن ও م সাকিন

❋ তাফখিম-তারকিক

❋ মাদ

এই চারটি প্রকারের আলোচনা অনেক বিস্তারিত। নিম্নে প্রতিটি প্রকারকে আলাদাভাবে একে একে উপস্থাপন করা হলো।

ইদগামের বিস্তারিত বিবরণ

আভিধানিক অর্থ : কোনো কিছুর ভেতর কোনো কিছু প্রবেশ করানো।

পারিভাষিক অর্থ : সাকিনযুক্ত হারফকে হারাকাতযুক্ত হারফের সাথে মিলিয়ে দুটোকে তাশদীদযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে।

ইদগামের জন্য একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো :

সংযুক্ত হওয়া হারফ দুইটির প্রথমটি সাকিন ও পরেরটি হারাকাতযুক্ত হতে হবে।

উদাহরণ : فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

ইদগাম হওয়ার কারণসমূহ

তিনটি কারণে ইদগাম হতে পারে।

১. তামাসুল التماثل

২. তাজানুস التجانس

৩. তাক্বারুব التقارب

এই কারণগুলোর প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

এক. তামাসুল التماثل

আভিধানিক অর্থ : একই রকম হওয়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পারিভাষিক অর্থ : এমন দুইটি হারফ পাশাপাশি আসা, যা মাখরাজে-সিফাতে-নামে ও লেখায় একই রকম হয়ে থাকে।

যেমন : اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ

কিংবা একই রকম দুইটি হারফ পাশাপাশি আসা। তবে তাদের মাখরাজ খাস ও সিফাত ভিন্ন হওয়া।

যেমন : اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ ও آمَنُوا وَعَمِلُوا

পাশাপাশি যে দুই হারফে তামাসুল পাওয়া যায় তাকে মুতামাসিলাইন বলে।

মুতামাসিলাইন তিন প্রকার :

❋ সাগির صغير

❋ কাবির كبير

❋ মুত্বলাক مطلق

১. মুতামাসিলাইন সাগির : প্রথম হারফটি সাকিন ও পরের হারফটি হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতামাসিলাইন সাগির বলে।

যেমন : يُوَجِّهْهُّ – اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ

উল্লেখ্য, একটি ক্ষেত্রে মুতামাসিলাইন সাগির হলেও তাতে ইদগাম হবে না। এটি ব্যতিক্রম। তা হলো, যদি প্রথম সাকিন হারফটি মাদের হারফ হয় ও পরের হারফটিও তার অনুরূপ হয়ে হারাকাতযুক্ত হয়, তবে সেখানে ইদগাম মুতামাসিলাইন সাগির হবে না; বরং তাতে মাদ করতে হবে। যেমন : اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ – اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا

হুকুম : এই ধরনের তামাসুলের ক্ষেত্রেই কেবল ইদগাম হয়ে থাকে।

২. মুতামাসিলাইন কাবির : প্রথম ও দ্বিতীয় হারফ দুইটিই হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতামাসিলাইন কাবির বলে।

যেমন : الْكِتَابَ بِالْحَقِّ – مَنَاسِكَكُمْ

হুকুম : এই ধরনের তামাসুলের ক্ষেত্রে ইদগাম না হয়ে ইজহার হয়ে থাকে।

৩. মুতামাসিলাইন মুত্বলাক : প্রথম হারফটি হারাকাতযুক্ত ও পরের হারফটি সাকিন হলে তাকে মুতামাসিলাইন মুত্বলাক বলে, মুত্বলাক অর্থ যেমনটা আছে অমনটাই, বা অপরিবর্তনীয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এটি সাগিরের উল্টো। যেমন : تَمْسَسْهُ – تُتْلٰى

হুকুম : এই ধরনের তামাসুলের ক্ষেত্রেও ইদগাম না হয়ে ইজহার হয়ে থাকে।

দুই. তাজানুস التجانس

আভিধানিক অর্থ : এক জাতীয় হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : ভিন্ন রকমের এমন দুইটি হারফ পাশাপাশি আসা, যার মাখরাজ একই ধরনের হলেও সিফাত আলাদা।

যেমন : أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ

এখানে م এবং و পাশাপাশি এসেছে। উভয়টি ভিন্ন হারফ। তাদের মাখরাজ একই হলেও সিফাত ভিন্ন ভিন্ন। পাশাপাশি যে দুই হারফে তাজানুস পাওয়া যায় তাকে মুতাজানিসাইন বলে।

মুতাজানিসাইন তিন প্রকার :

❀ সাগির صغير

❀ কাবির كبير

❀ মুত্বলাক مطلق

১. মুতাজানিসাইন সাগির : প্রথম হারফটি সাকিন ও পরের হারফটি হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতাজানিসাইন সাগির বলে।

যেমন : أَشْيَاعَكُمْ

এখানে ش সাকিন ও ي মুতাহাররিক ও একই মাখরাজের হারফ। কিন্তু উভয়টির সিফাত ভিন্ন ভিন্ন।

হুকুম : মুতাজানিসাইন সাগিরের কিছু হারফে ইদগাম ও কিছু হারফে ইজহার হয়ে থাকে। যে সকল হারফে ইদগাম হবে সেগুলো হলো :

❀ ث/ذ - উদাহরণ : يَلْهَثْ ذَّلِكَ - গুন্নাহ ছাড়া পরিপূর্ণ ইদগাম।

❀ ذ/ظ - উদাহরণ : إِذْ ظَّلَمْتُم - গুন্নাহ ছাড়া পরিপূর্ণ ইদগাম।

❀ ب/م - উদাহরণ : ارْكَبْ مَّعَنَا - গুন্নাহসহ পরিপূর্ণ ইদগাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

❃ م/ب - উদাহরণ : لَكُمْ بِه - ইখফা শাফাওই।

❃ ت/د - উদাহরণ : أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا গুন্নাহ ছাড়া পরিপূর্ণ ইদগাম।

❃ د/ت - উদাহরণ : قَدْ تَّبَيَّنَ - গুন্নাহ ছাড়া পরিপূর্ণ ইদগাম।

❃ ت/ط - উদাহরণ : وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ - গুন্নাহ ছাড়া পরিপূর্ণ ইদগাম।

❃ ط/ت - উদাহরণ : أَحَطْتُ - গুন্নাহ ছাড়া অপরিপূর্ণ ইদগাম।

উপরোল্লিখিত হারফগুলো ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে ইজহার হবে।

২. মুতাজানিসাইন কাবির : প্রথম ও দ্বিতীয় হারফ দুইটিই হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতাজানিসাইন কাবির বলে।

যেমন : الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ – يَشَاءُ

হুকুম : এ ধরনের তাজানুসের ক্ষেত্রে ইজহার হয়ে থাকে।

৩. মুতাজানিসাইন মুত্বলাক : প্রথম হারফটি হারাকাতযুক্ত ও পরের হারফটি সাকিন হলে তাকে মুতাজানিসাইন মুত্বলাক বলে। এটি সাগিরের উল্টো। যেমন : – يَشْكُر أَهْدَى

হুকুম : এ ধরনের তাজানুসের ক্ষেত্রেও ইজহার হয়ে থাকে।

তিন. তাক্বারুব التقارب

আভিধানিক অর্থ : কাছাকাছি হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : ভিন্ন রকমের এমন দুইটি হারফ পাশাপাশি আসা, যার মাখরাজ খাস ও সিফাত কাছাকাছি বা শুধু মাখরাজ খাস কাছাকাছি। যেমন : نَخْلُقْكُمْ – رَزَقَكُمْ

যেসব শব্দে তাক্বারুব পাওয়া যায় তাকে মুতাক্বরিবাইন বলে।

মুতাক্বরিবাইন তিন প্রকার :

❃ সাগির صغير

❃ কাবির كبير

❃ মুত্বলাক مطلق

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১. মুতাক্বরিবাইন সাগির : প্রথম হারফটি সাকিন ও পরের হারফটি হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতাক্বরিবাইন সাগির বলে। যেমন : اِغْفِرْلِيْ

হুকুম : মুতাক্বরিবাইন সাগিরের কিছু হারফে ইদগাম ও কিছু হারফে ইজহার হয়ে থাকে।

যে সকল হারফে ইদগাম হবে সেগুলো হলো :

❋ ن সাকিনের পর و – ل – م – ر – ي আসলে। যেমন : مَنْ يَعْمَلْ

❋ যখন ইদগাম শামসিয়ার আগে লাম তারিফ আসবে। যেমন : اَلتَّوَّابُ

(শুধু ل ছাড়া, তখন তামাসুল হবে, কারণ তখন দুইটা লাম পাশাপাশি আসবে)

(ইদগাম শামসিয়া নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে)

❋ ق সাকিনের পর যখন ك আসবে। যেমন : نَخْلُقْكُمْ
(দুইভাবে পড়া যায়, পরিপূর্ণ ইদগাম করে কিংবা অপরিপূর্ণ ইদগাম করে, অর্থাৎ ক্বফকে বাদ দিয়ে কাফ তাশদীদ পড়বে কিংবা কলকলাহ না করে ক্বফ সাকিন করবে, নাখলুক্কুম/নাখলুক্বকুম)

❋ যখন ل লাম (هل/بل – فعل) সাকিনের পর ر আসবে। যেমন : وقُلْ رَّبِّ – بَلْ رَّفَعَهُ (লাম هل এর পর ر কুরআনে আসেনি) (فعل অর্থ ক্রিয়াগত)

❋ ইখফা হাকিকি। উদাহরণ : وَلِمَنْ جَاء উপরোল্লিখিত হারফগুলো ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে ইজহার হবে।

২. মুতাক্বরিবাইন কাবির : প্রথম ও দ্বিতীয় হারফ দুইটিই হারাকাতযুক্ত হলে তাকে মুতাক্বরিবাইন কাবির বলে।

যেমন : رَزَقَكُمْ – عَدَدَ سِنِيْنَ

হুকুম : এই ধরনের তাক্বারুবের ক্ষেত্রে ইজহার হয়ে থাকে।

৩. মুতাক্বরিবাইন মুত্বলাক : প্রথম হারফটি হারাকাতযুক্ত ও পরের হারফটি সাকিন হলে তাকে মুতাক্বরিবাইন মুত্বলাক বলে। এটি সাগিরের উল্টো।

যেমন : يُضْلِل

এখানে ي হারাকাতযুক্ত ও ض সাকিন। يَحْمِل

এখানে م হারাকাতযুক্ত ও ل সাকিন। (ওয়াকফ অবস্থায়)

হুকুম : এই ধরনের তাক্বারুবের ক্ষেত্রেও ইজহার হয়ে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

الصفات

- **الصفات الاصلية**
  - **الصفات المتضادة**
    - الهمس (ف, ح, ث, ه, ش, خ, ص, س, ك, ت)
    - الجهر
    - الشدة (ء, ج, د, ق, ط, ب, ك, ت)
    - التواسط (ل, ن, ع, م, ر)
    - الرخاوة
    - الإستعلاء (خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ)
    - الإستفال
    - الإطباق (ص, ض, ط, ظ)
    - الإنفتاح
    - الإذلاق (ف, ر, م, ن, ل, ب)
    - الإصمات
  - **الصفات غير المتضادة**
    - الصفير (ص, ز, س)
    - الخفاء (ا, و, ى)
    - اللين (ـَـوْ , ـَـيْ)
    - الإنحراف (ل, ر)
    - التكرار (ر)
    - التفشي (ش)
    - الإستطالة (ض)
    - الغنة (ن, م)
    - القلقلة (ق, ط, ج, د, ب)
- **الصفات العرضية**
  - الادغام
  - احكام نون ساكن و ميم ساكن
  - التفخيم و الترقيق
  - المد

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুশীলন

১. হামস, রাখাওয়াহ, শিদ্দাহ, ইস্তিফাল, তিকরার, ইনহিরাফ, তাফাসসি ও লিন কাকে বলে? সেগুলোর হারফগুলো কী কী?

২. ت– م– غ –ذ– ل– ص– ر– ث এই হারফগুলোতে কোন কোন সিফাত আছে?

৩. সিফাত শেখার ফায়েদা কী?

৪. কলকলাহ কী ও এর হারফগুলো কী কী ?

৫. কলকলাহ আকবার ও কাবিরের মাঝে তফাৎ কী?

৬. মুতাহাররিক মানে কী?

৭. কলকলাহর সবগুলো মারাতেবের ৫টা করে উদাহরণ লিখুন।

৮. মুতামাসিলাইন সাগির বলতে কী বোঝায়?

৯. মুতাজানিসাইন কাবির বলতে কী বোঝায়?

১০. মুতাক্বরিবাইন মুত্বলাক বলতে কী বোঝায়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অষ্টম অধ্যায়

নুন সাকিন ও তানওইন এবং মিম সাকিনের বিবরণ

এই অধ্যায়ে আমরা নুন সাকিন ও তানওইন এবং মিম সাকিন অর্থাৎ জযমের সাথে পরিচিত হব। শুরুতেই নুন সাকিন ও তানওইনের পরিচয় ও প্রকারগুলো জেনে নিই।

নুন সাকিনের পরিচয়

নুন সাকিন : এমন নুনকে বলে, যার মাঝে কোনো হারাকাত থাকে না। অর্থাৎ সাকিন থাকে এবং সর্বাবস্থায় (ওয়াকফ করলে বা মিলিয়ে পড়লে) তা বহাল থাকে। নুন সাকিন শব্দের মাঝে বা শেষে আসতে পারে

যেমন : أَنْعَمْتَ – مَنْ هَاجَرَ – يَنْأَوْنَ

তানওইনের পরিচয়

তানওইন : দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানওইন বলে। তানওইনের দুই যবর, দুই যের দুই পেশের প্রথমটি হারফের হারাকাত হয় ও পরেরটি নুন সাকিন হয়। তানওইন শুধু শব্দের শেষে আসে। মিলিয়ে পড়লে উচ্চারিত হয়। আর ওয়াকফ করলে উচ্চারিত হয় না। যেমন : مَرَضٌ – أَلْفَافاً – جَنَّاتٍ

নুন সাকিন ও তানওইনের হুকুম

নুন সাকিন ও তানওইনের ৪টি হুকুম রয়েছে। তা হলো :

১. ইজহার হালকি (إظهار حلقي)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২. ইদগাম (إدغام)

৩. ইক্বলাব (إقلاب)

৪. ইখফা হাকিকি (إخفاء حقيقي)

এক. ইজহার হালকি (إظهار حلقي)

আভিধানিক অর্থ : প্রকাশ করা।

পারিভাষিক অর্থ : মাখরাজ থেকে সবগুলো হারফ গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা। অর্থাৎ নুন সাকিন বা তানওইনের পর ইজহার হালকির হারফগুলো আসলে গুন্নাহ ছাড়া পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে হবে। ইজহার হালকির হারফ ৬টি।

যথা : خ – غ – ح – ع – ه – ء

কারণ : এই হারফগুলোর ও নুনের মাখরাজের মাঝে যেহেতু অনেক দূরত্ব তাই ইজহার হবে। উদাহরণ : مَنْ أَنبَأَكَ – إِنْ هُوَ – مِنْ عَلَقٍ – مِنْ حَيْثُ – مِنْ غَائِبَةٍ – لِمَنْ خَشِيَ

বি. দ্র. ইজহার হালকির অনুশীলনের জন্য সুরাহ আল-গশিয়াহ বেশি উপযোগী। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ইজহার হালকি পাওয়া যায়।

ইজহারের হুকুম সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হুরুফ	
গুন্নাহ নেই	مَنْ ءَامَنَ ، وجَنَّاتٍ أَلْفَافاً	ء	নুন সাকিন বা তানওইনের পর
"	مِنْ هَادٍ ، سَلَامٌ هِيَ	ه	
"	مِنْ عَلَقٍ ، وَاسِعٌ عَلِيم	ع	
"	مَنْ حَمَلَ ، عَزِيزٌ حَكِيْم	ح	
"	مِنْ غِسْلِين ، أَجْرٌ غَيْرُ	غ	
"	مِنْ خَيْرٍ ، لَطِيْفٌ خَبِير	خ	

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুই. ইদগাম (إدغام)

আভিধানিক অর্থ : প্রবেশ করানো।

পারিভাষিক অর্থ : সাকিন হারফকে হারাকাতযুক্ত হারফের সাথে মিলিয়ে পড়া, যাতে দুই হারফ একত্র হয়ে তাশদীদযুক্ত হারফে রূপ নেয়। অর্থাৎ নুন সাকিন ইদগামের হারফগুলোয় প্রবেশ করবে ও হারফ দুইটি তাশদীদযুক্ত হারফে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইদগামের হারফ ৬টি। যথা : ي – ر – م – ل – و ن

এগুলো একসাথে يَرْمَلُوْنَ বলা হয়।

কারণ : ي – ر – م – ل – و এর সাথে ن সাকিনের মাখরাজের নৈকট্য (তাক্বারুব) ও ن সাকিনের সাথে ইদগামের ن একই মাখরাজের (তামাসুল) একই হারফ।

উদাহরণ :

مَنْ يَعْمَل – خَيْراً يَرَه , مِنْ رَّبِّه – ثَمَرَةٍ رِّزقا , مِنْ مَّال – صُحُفاً مُّطَهَّرَة , مَنْ لَّمْ – بِظُلَّامٍ لِّلعَبِيد , مِنْ وَّال – جُوعٍ وَّآمَنَهُم , مِنْ نَّاصِرِين – أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيه

ইদগামের প্রকারভেদ

ইদগাম দুই প্রকার :

১.ইদগাম বি গুন্নাহ (إدغام بغنة)

২.ইদগাম বি গাইর গুন্নাহ (إدغام بغير غنة)

ইদগাম বি গুন্নাহর পরিচয়

ইদগাম বি গুন্নাহ মানে হলো, গুন্নাহসহ ইদগাম। এতে ইদগামও হবে এবং তার সাথে গুন্নাহও হবে।

যেমন : مِن مَّاء – إِن نَّشَأ

ইদগাম বি গুন্নাহকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

❀ কামেল বি গুন্নাহ (كامل بغنة)

❀ নাকেস বি গুন্নাহ (ناقص بغنة)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ক. কামেল বি গুন্নাহ

কামেল বি গুন্নাহ মানে হলো, যেখানে গুন্নাহ পরিপূর্ণরূপে হয়ে থাকে। কামেল বি গুন্নাহের হারফ দুইটি। যথা : ن ও م

যেমন : إِن نَّشَأ – مِن مَّاء

খ. নাকেস বি গুন্নাহ

নাকেস বি গুন্নাহ মানে হলো, যেখানে গুন্নাহ অসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

নাকেস বি গুন্নাহের হারফ দুইটি। যথা : و ও ي

যেমন : إِنْ يَقُولُونَ – مِن وَلِيٍ

ইদগাম বি গাইর গুন্নাহর পরিচয়

ইদগাম বি গাইর গুন্নাহ মানে হলো : গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম। এতে কেবল ইদগাম হবে। কোনো গুন্নাহ থাকবে না।

ইদগাম বি গাইর গুন্নাহর হারফ দুইটি। যথা : ل ও ر

যেমন : مِن رِّزق – وَلَكِن لَّا

ইদগামের শর্ত : এই ইদগামের শর্ত হলো নুন সাকিন ও বাকি ৬ হারফ একই শব্দে আসতে পারবে না। অর্থাৎ নুন সাকিন বা তানওইন থাকবে প্রথম শব্দের শেষ হারফ আর এই ৬ হারফ হবে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম হারফ।

ফায়দা : উপরোল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম চারটি এমন শব্দ আছে, যেখানে ইদগামের নিয়ম পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইদগাম করা নিষিদ্ধ।

সেগুলো হলো : بُنْيَانٌ – قِنْوَانٌ – صِنْوَانٌ – الدُّنْيَا

এই চারটি শব্দে ইদগামের নিয়ম আসার পরও ইদগাম না হবার কারণ হলো, এই চারটি শব্দে ইদগামের শর্ত পাওয়া যায় না। যদি ইদগাম করা হয় তবে শব্দ চারটির অর্থ বদলে যাবে। এই শব্দগুলোকে ইজহার মুত্বলাক বলে। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মেই ইজহার হবে।

বি. দ্র. ইদগামের অনুশীলনের জন্য সুরাহ আল-মুরসালাত বেশি উপযোগী। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ইদগাম পাওয়া যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইদগামের উদাহরণ সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হুরুফ	
গুন্নাহ সহ সম্পুর্ন ইদগাম	مِن نَّذِيْر ، يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَة	ن	নুন সাকিন বা তানওইনের পর
"	مِن مَّال ، صُحُفًا مُّطَهَّرَة	م	
গুন্নাহ সহ অসম্পুর্ন ইদগাম	مِن وَلَد ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد	و	
"	مَن يَشَآء ، وُجُوٌ يَوْمَئِذٍ	ي	
গুন্নাহ ছাড়া সম্পুর্ন ইদগাম	مِن لَّدُنْه ، مالاً لُّبَدًا	ل	
"	مِن رَّسُول ، غَفُورٌ رَّحِيم	ر	

তিন. ইক্বলাব (إقلاب)

আভিধানিক অর্থ : ঘুরিয়ে দেওয়া, পরিবর্তন করা।

পারিভাষিক অর্থ : ইক্বলাবের হারফের আগে তানওইন বা নুন সাকিনকে م এ পরিবর্তন করে গুন্নাহের সাথে উচ্চারণ করা।

ইক্বলাবের হারফ ১টি। যথা : ب

ইক্বলাবের কারণ : ن ও م হারফদ্বয় সিফাতে এবং ب ও م হারফদ্বয় মাখরাজে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রাখে বলে।

উদাহরণ : مِنْ بَعْدِ – كِرَامٍ بَرَرَةٍ

বি. দ্র. ইক্বলাবের অনুশীলনের জন্য সুরা সুরাহ আল-লাইল ও সুরাহ আল-আলাক বেশি উপযোগী। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ইক্বলাব পাওয়া যায়।

ইক্বলাবের উদাহরণ সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হারফ	নুন সাকিন বা তানওইনের পর
দুই ঠোঁটের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে গুন্নাহ করতে হবে	مَنْ بَخِلَ ، سَمِيعٌ بَصِير	ب	

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চার. ইখফা হাকিকি (إخفاء حقيقي)

আভিধানিক অর্থ : লুকিয়ে রাখা।

পারিভাষিক অর্থ : ইখফা হাকিকির হারফগুলোর আগে নুন সাকিন বা তানওইন আসলে ইজহার ও ইদগামের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে উচ্চারণ করা। অর্থাৎ গুন্নাহ হবে তবে তাশদীদ ছাড়া আবার সম্পূর্ণ ইজহারও হবে না।

ইজহার, ইদগাম, ইক্বলাবের হারফগুলো ছাড়া বাকি সব হারফ হলো ইখফা হাকিকির হারফ। একত্রে ছড়ার আকারে সেগুলো এভাবে উপস্থাপন করা হয় :

صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا

دُمْ طَيِّبًا زِدْ فِيْ تُقًى ضَعْ ظَالِمًا

(সিফ জা সানা কাম জাদা শাখসুন ক্বদ সামা

দুম ত্বয়্যিবান যিদ ফি তুক্বান দ' যলিমান)

অর্থ : শোকর আদায় করা এবং পরোপকারিতা উত্তম সিফাত, যা একজনের সম্মানকে আকাশচুম্বী করে।

সব সময় ভালো থাকো, তাকওয়া বৃদ্ধি করো এবং জুলুম থেকে মুক্ত থাকো

এই ছড়ার প্রতিটি শব্দের প্রথম হারফটি হচ্ছে ইখফা হাকিকির হারফ। অর্থাৎ,

ص ، ذ ، ث ، ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط ، ز ، ف ، ت ، ض ، ظ

উদাহরণ : رِيحاً صَرْصَراً – سِرَاعاً ذَلِكَ – فَمَن ثَقُلَتْ – إِن كُنتُم – صَبْرًا – جَمِيلاً – مِّن شَيْءٍ – ثَمَناً قَلِيلاً – أَندَادًا شَرَابًا طَهُورًا – أَنزَلَ – خَالِدًا – فِيهَا – مَن تَابَ – وَمَن ضَلَّ – يَنظُرُون

গুন্নাহের নিয়ম : নুন সাকিন উচ্চারণ করার আগে জিহ্বাকে ইখফার হারফগুলোর মাখরাজের কাছে নিয়ে এরপর গুন্নাহ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একেক হারফের আগের গুন্নাহর আওয়াজ ও ধরন একেক রকম হবে।

বি. দ্র. ইখফার অনুশীলনের জন্য সুরাহ আন-নাজিয়াত বেশি উপযোগী। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ইখফা পাওয়া যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইখফার উদাহরণ সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হুরুফ	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	عَن صَلاَتِهِم ، رِيحًا صَرْصَراً	ص	নুন সাকিন বা তানওইনের পর
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	مُنذِرٌ ، ظِلٍ ذِي	ذ	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	الأُنْثَى ، مُّطَاعٍ ثَمَّ	ث	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	مِنْ كِتَابْ ، كِراماً كَاتِبِن	ك	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	أَنجَاكُم ، حُبًّا جَمًّا	ج	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	لِمَن شَاء ، رسولاً شَاهِداً	ش	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	يَنقَلِبُ ، كُتُبٌ قَيِّمَة	ق	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	أَن سَيَكُون ، فَوْجٌ سَأَلَهُم	س	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	أَندَاداً ، دَكًّا دَكًّا	د	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	انطَلِقُوا ، شَرابًا طَهُوراً	ط	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	تَنزِيلٌ ، نَفْساً زَكِيَّةً	ز	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	مُنفَكِّينَ ، خَالِدًا فِيهَا	ف	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	أَنتُم ، نِعْمَةٍ تُجْزَىَ	ت	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	مَن ضَلَّ ، قِسمةٌ ضِيزَى	ض	
জিহ্বা উক্ত হারফের মাখরাজের কাছে যাবে	فَانظُر ، ظِلاً ظَلِيلاً	ظ	

মিম সাকিনের পরিচয়

এবার আমরা মিম সাকিনের পরিচয় ও প্রকার সম্পর্কে অবগত হব। শুরুতেই জেনে নেওয়া যাক মিম সাকিন কাকে বলে।

মিম সাকিন : এমন মিমকে বলে, যার মাঝে কোনো হারাকাত থাকে না। অর্থাৎ সাকিন থাকে এবং সর্বাবস্থায় (ওয়াকফ ও ওয়াসল) তা বহাল থাকে। মিম সাকিন শব্দের মাঝে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বা শেষে আসতে পারে।

যেমন : أَنْعَمْتَ – الحَمْدُ

মিম সাকিনের হুকুম

মিম সাকিনের ৩টি হুকুম রয়েছে। তা হলো :

❋ ইদগাম শাফাওই (إدغام شفوي)

❋ ইখফা শাফাওই (إخفاء شفوي)

❋ ইজহার শাফাওই (إظهار شفوي)

এগুলোকে শাফাওই নামকরণের কারণ হলো, একই নামে নুন সাকিনেরও হুকুম রয়েছে। তাই এই শব্দের মাধ্যমে তাকে নুন সাকিনের হুকুমগুলো থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শাফাওই শব্দের অর্থ হলো "ঠোঁটের সাথে সম্পৃক্ত।" অর্থাৎ যেসব হারফ ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে শাফাওই বলে।

নিম্নে এই তিন প্রকারের বিবরণ পেশ করা হলো।

এক. ইদগাম শাফাওই (إدغام شفوي)

আভিধানিক অর্থ : প্রবেশ করানো।

পারিভাষিক অর্থ : প্রথম হারফটি সাকিন ও পরের হারফটি হারাকাতযুক্ত হয়ে একটি আরেকটির মধ্যে মিলিত হয়ে তাশদীদযুক্ত হারফে রূপান্তরিত হলে তাকে ইদগাম শাফাওই বলে।

ইদগাম শাফাওইর হারফ মাত্র ১টি। যথা : م

কারণ : তামাসুল। অর্থাৎ একই রকম দুইটি হারফ পাশাপাশি এসেছে যার প্রথমটি সাকিন ও পরেরটি হারাকাতযুক্ত।

উদাহরণ : لَكُمْ مَّا

ইদগাম শাফাওইর উদাহরণ সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হারফ	মিম সাকিনের পর
দুই ঠোঁট সম্পুর্ন মিলিয়ে গুন্নাহ হবে	أَم مَّنْ ، وكَم مِّنْ	م	

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুই. ইখফা শাফাওই (إخفاء شفوي)

আভিধানিক অর্থ : লুকিয়ে রাখা, পরিবর্তন করা।

পারিভাষিক অর্থ : মিম সাকিনের পরে ب হারফ আসলে সেই মিমকে ইজহার ও ইদগামের মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে উচ্চারণ করতে হবে। অর্থাৎ ইজহারের মতো একেবারে পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হবে না। আবার ইদগামের মতো একেবারে মিলিয়েও যাবে না; বরং মাঝামাঝি জায়গা থেকে উচ্চারিত হবে।

ইখফা শাফাওইর হারফ মাত্র ১টি। যথা : ب

কারণ : তাজানুস অর্থাৎ م ও ب একই মাখরাজের হারফ ও বেশির ভাগ সিফাত একই রকম।

উদাহরণ : إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

ইখফা শাফাওইর উদাহরণ সমূহ			
প্রকার	উদাহরণ	হারফ	মিম সাকিনের পর
দুই ঠোঁট সম্পুর্ন মিলিয়ে গুন্নাহ হবে	كَلْبُهُم بَاسِط ، إِنَّ رَبَّهَم بِهِم	ب	

তিন. ইজহার শাফাওই (إظهار شفوي)

আভিধানিক অর্থ : প্রকাশ করা।

পারিভাষিক অর্থ : মাখরাজ থেকে সবগুলো হারফ গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। অর্থাৎ মিম সাকিনের পর ইজহার শাফাওইর হারফগুলো আসলে গুন্নাহ ছাড়া পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে হবে। ইদগাম শাফাওই ও ইখফা শাফাওই ছাড়া বাকি সবগুলো হারফ হলো ইজহার শাফাওইর হারফ।

যেমন : أ – ت – ث – ج – ح – خ– د – ذ – ر – ز – س – ش –
ص– ض – ط – ظ – ع– غ – ف – ق – ك – ل – ن – و – ه – ي

কারণ : এই হারফগুলোর ও মিমের মাখরাজের মাঝে দূরত্ব থাকা।

উদাহরণ : تَمْتَرُوْنَ – كَأَمْثَالِ – أَمْطَرْنَا – فَدَمْدَمَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গুন্নাহের স্তরবিন্যাস

গুন্নাহের কয়েকটি স্তর আছে :

ক. মুশাদ্দাদ : ن ও م এ যখন তাশদীদ হয় এবং ن সাকিন ও তানওইনের পর ن বা م আসে তখন তাকে প্রথম স্তরে রাখা হয়।
গুন্নাহের সময়সীমা : দুই আলিফ।

উদাহরণ : إِنَّ – دَمَّرَ – إِنْ نَّشَأْ – مِنْ مَّالٍ

খ. মুদগাম ইদগাম নাকেস : যে হারফগুলোতে ইদগাম করা হয়েছে তাদের মুদগাম বলে। ن সাকিন বা তানওইনের পর যখন ي বা و আসে তখন তাকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয় ও গুন্নাহ তুলনামূলকভাবে প্রথম স্তর থেকে কম হয়। গুন্নাহের সময়সীমা : দুই আলিফ।
উদাহরণ : مَنْ يَّعْمَلُ – مِنْ وَرَآئِهِم

গ. মাখফি : যে হারফগুলোতে ইখফা করা হয়েছে তাদের মাখফি বলে। ইখফা হাকিকি, ইখফা শাফাওই ও ইক্বলাবের গুন্নাহগুলোকে তৃতীয় স্তরে রাখা হয় ও গুন্নাহ তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় স্তর থেকে কম হয়।

গুন্নাহের সময়সীমা : দুই আলিফ।

উদাহরণ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ – أَنْبِئْهُم – رِيْحاً صَرْصَارٍ

ঘ. সাকিন মুজহার : ن ও م এর পর যখন ইজহার হালকি ও ইজহার শাফাওইর হারফগুলো আসবে তখন নুন সাকিন বা তানওইন ও মিম সাকিনকে চতুর্থ স্তরে রাখা হয়েছে এবং এই স্তরে এসে গুন্নাহ কমতে কমতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এখানে সাকিন করার সময় সাকিনের সময়টা দিতে হবে ও ইজহার করতে হবে। গুন্নাহের সময়কাল : এইখানে গুন্নাহ নেই।

উদাহরণ : عَنْهُم – لَكُمْ فِيْهَا

ঙ. মুতাহাররিক : ن ও م এ যের যবর পেশ দেওয়া থাকবে। এখানে চতুর্থ অর্থাৎ সাকিন করে যে সময়টা দেওয়া হয় সেই সময় থেকেও কম পরিমাণ সময় ধরে নুন ও মিম উচ্চারিত হবে।
গুন্নাহের সময়কাল : এখানে গুন্নাহ হবে না।
উদাহরণ : أَمَنَةٌ - يُنَادَوْنَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গুন্নাহের উদাহরণ সমূহ			
নং	প্রকার	উদাহরণ	সময়সীমা
১	নুন ও মিমে যখন তাশদিদ থাকবে	مِن نَّذِير،أَم مَّنْ	দুই আলিফ
২	ইদগাম নাকিসের গুন্নাহ	خَيْرًا يَرَه، وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ	দুই আলিফ
৩	ইখফা হাকিকি/শাফাওই ও ইক্বলাবের গুন্নাহ	أَنْبَأَكَ ، مِن ثَمرَةٍ ، رَبَّهُم بِهِم	দুই আলিফ
৪	ইজহারের হুকুম	مِنْ هَادٍ ، أَمْ خُلِقُوا	গুন্নাহ নেই
৫	নুন ও মিমে যখন হারাকাত থাকবে	يُنَادَوْنَ ، يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ	গুন্নাহ নেই

অনুশীলন

১. নুন সাকিন ও তানওইন এবং মিম সাকিন কাকে বলে?

২. নুন সাকিন কত প্রকার ও কী কী? সবগুলোর ৩ টি করে উদাহরণ লিখুন।

৩. ইখফা হাকিকির গুন্নাহ করার নিয়ম কী ?

৪. ইখফা শাফাওইর কারণ কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবম অধ্যায়

তাফখিম ও তারকিকের বিবরণ

আরবী হারফগুলোর কোনোটি মোটা করে আর কোনোটি চিকন করে উচ্চারণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হারফগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়।

❃ তাফখিম تفخيم

❃ তারকিক ترقيق

তাফখিমের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : ভারী করা।

পারিভাষিক অর্থ : হারফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বাকে নৌকার মতো করে মুখে বাতাস জমিয়ে জোরালোভাবে উচ্চারণ করা। যেন হারফগুলোর উচ্চারণ ভারী শোনায়। তাফখিমের হারফ মোট ৭টি।

যথা : خ – ص ض – غ – ط – ق – ظ

এই হুরুফগুলোকে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে।

আর তা হলো :

خُصَّ ضَغْطٌ قِظْ

(খুসসা দগতুন ক্বিজ)

অর্থ : নির্দিষ্ট তালে উল্লাসধ্বনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারকিরের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : হালকা করা।

পারিভাষিক অর্থ : জিহ্বাকে সাধারণ অবস্থায় রেখে মুখে বাতাস না জমিয়ে হালকাভাবে উচ্চারণ করা।

তাফখিমের ৭ টা হারফ ছাড়া বাকি সব হারফই হলো তারকিকের হারফ। হারফগুলো :

أ – ب – ت – ث – ج – ح – د – ذ – ر – ز – س – ش – ع – ف – ك – ل – م – ن – و – ه – ي

তাফখিম ও তারকিকের প্রকারসমূহ

তাফখিম ও তারকিক ৩ প্রকার :

❋ সব সময় তাফখিম।

❋ কখনো তাফখিম কখনো তারকিক।

❋ সব সময় তারকিক।

এক. সব সময় তাফখিম

অর্থাৎ যের, যবর, পেশ, সাকিন সব অবস্থাতেই সেই হারফটি ভারী থাকবে।

যে সকল হারফে সব সময় তাফখিম হয় তা মোট ৭টি।

যথা : خ – ص ض – غ – ط – ق – ظ

প্রকারভেদ :

এই হারফগুলো সর্বাবস্থায় তাফখিম হলেও কিছু হালতে কম বেশি তাফখিম হয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো :

ক. যখন তাফখিমের হারফে যবর দেওয়া ও পরে আলিফ মাদ থাকে তখন তা সর্বোচ্চ তাফখিম অর্থাৎ ভারী বা জোরালো হয়। যেমন : قَالَ

খ. তাফখিমের হারফে যবর দেওয়া থাকবে ও পরে আলিফ মাদ থাকবে না, তখন তা প্রথম পর্যায় থেকে সামান্য কম ভারী হবে। যেমন : ضَرَبَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ. তাফখিমের হারফে পেশ দেওয়া থাকবে, এবং তা দ্বিতীয় পর্যায় থেকে সামান্য কম ভারী হবে। যেমন : يَقُوْلُ

ঘ. যখন তাফখিমের হারফে সাকিন দেওয়া থাকবে, তখন আমাদের তার আগের হারফের হারাকাতটি দেখতে হবে। যদি যবর দেওয়া থাকে তবে তা দ্বিতীয় ও পেশ দেওয়া থাকলে তৃতীয় পর্যায়ের তাফখিম হবে। যেমন : يَخْلُقْ

ঙ. তাফখিমের হারফগুলোর মাঝে ইত্বাক অর্থাৎ ظ – ط – ض – ص এই হুরুফগুলোতে যের দেওয়া থাকবে। বাকিগুলো অর্থাৎ غ – خ – ق তাফখিম নিসবি হবে। যেমন : تُطِعْهُ

তাফখিম নিসবির অর্থ : নিসবি অর্থ তুলনামূলক অর্থাৎ এই হুরুফগুলো উচ্চারণ করার সময় ইত্বাকের হারফের তুলনায় পাতলা হবে ও ইস্তিফালের হারফের তুলনায় ভারী হবে।

তাফখিম নিসবি ৩টি হারফে হয়ে থাকে। যথা : غ – خ – ق

এই তিনটি হুরুফে তিন অবস্থায় তাফখিম নিসবি হবে।

১. غ – خ – ق এ যের দেওয়া থাকবে।

উদাহরণ : غِسْلِين – قِبَلَكَ – دُخِلَتْ

২. غ – خ এ সাকিন দেওয়া থাকবে ও তার আগে যের দেওয়া থাকবে।

উদাহরণ : أَفْرِغْ – إِخْوَة

৩. غ – خ এ সাকিন দেওয়া থাকবে ও তার আগে ي লিন থাকবে। (ওয়াকফ করার সময়)

উদাহরণ : زَيْغٌ – شَيْخٌ

নিম্নের এই দুই হালতে তাফখিম নিসবি হবে না।

১. ق হারফটি সাকিন হলে তাফখিম নিসবি হবে না, কারণ, তখন কলকলাহ হবে ও হারফটি ভারী হবে।

উদাহরণ : إِقْرَء

২. خ হারফটিতে সাকিন হবে ও তার আগের হারফে যের ও পরে ر যবর কিংবা পেশ আসলে সে ক্ষেত্রে خ তাফখিম নিসবি না হয়ে ভারী হবে।

উদাহরণ : إِخْرَاجاً

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাফখিমের উদাহরণ সমূহ			
নং	প্রকার	উদাহরণ	করণীয়
১	হারফটি জবর যুক্ত হবে ও তার পরে আলিফ মাদ আসবে	قَالَ	সবচেয়ে বেশি ভারি
২	হারফটি জবর যুক্ত হবে শুধু	خَيْرٌ	একটু কম ভারি
৩	হারফ টি পেশ যুক্ত হবে	يَصُوْمُ	আরও একটু কম ভারি
৪	হারফ টি সাকিন যুক্ত হবে	فَاصْبِرْ	২ বা ৩ কে অনুসরণ করবে
৫	হারফ টি যের যুক্ত হবে ص ، ض ، ط ، ظ	صِدْقٍ	৩ থেকে কম ভারি

দুই : কখনো তাফখিম কখনো তারকিক

যে সকল হারফে কখনো তাফখিম হয় আর কখনোও তারকিক হয়, তা মোট ৩টি।

যথা : ل – ر – آ

ل এর আলোচনা :

ل– শুধু 'আল্লাহ' (الله) শব্দটির আগের হারফে যদি যবর ও পেশ থাকে তখন আল্লাহ শব্দের লাম তাফখিম হবে। যের হলে তারকিক হবে।

উদাহরণ : بِسْمِ اللهِ – هُوَ اللهُ – عَبْدُ اللهِ

ر এর আলোচনা :

সাত অবস্থায় ر হারফটি তাফখিম হবে। সেগুলো হলো :

১. ر হারফে যখন যবর দেওয়া থাকবে। যেমন : رَفَعَ

২. ر হারফে যখন পেশ দেওয়া থাকবে। যেমন : رُفِعَ

৩. ر হারফ যখন সাকিন হবে ও তার আগের হারফে যবর দেওয়া থাকবে। যেমন : أَرْسَلْنَا

৪. ر হারফ যখন সাকিন হবে ও তার আগের হারফে পেশ দেওয়া থাকবে। যেমন : يُرْسِلُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৫. ر হারফ যখন সাকিন হবে ও তার আগের হারফে যের দেওয়া থাকবে। তবে সেটা হতে হবে আলাদা শব্দে এবং মিলিয়ে পড়ার সময়। যেমন : أَمِ ٱرْتَابُوْا

৬. ر হারফ যখন সাকিন হবে ও শব্দের প্রথম হারফ হবে ও তার আগে হামজাতুল ওয়াসল থাকবে। যেমন : ارْكَعُوْا

৭. ر হারফ সাকিন হবে ও একই শব্দে ر এর পর যেরমুক্ত ইস্তি'লার হারফ আসবে। যেমন : لَبِالْمِرْصَاد উল্লেখ্য, এমন শব্দ কুরআনে মাত্র ৫টি রয়েছে।

সেগুলো হলো : لَبِالْمِرْصَادِ – مِرْصَادًا – وَإِرْصَادًا – فِرْقَةٍ – قِرْطَاسٍ

آ আলিফ মাদের আলোচনা :

আলিফ মাদ যখন তাফখিমের হারফের পর আসবে তখন সেটা তাফখিম হবে। যেমন : ضَآلِّين আর যখন তারকিকের হারফের পর আসবে তখন সেটা তারকিক হবে। যেমন : أَنْزَلْنَاه

তিন. সব সময় তারকিক

যে সকল হারফে সব সময় তারকিক হয় সেগুলো হলো উপরোল্লিখিত দুই প্রকারের হারফগুলো ছাড়া বাকি সমস্ত হারফ।

অনুশীলন

১. তাফখিম ও তারকিক কী?

২. তাফখিম নিসবি কী?

৩. কখনো তাফখিম ও কখনো তারকিকের হারফগুলো কী কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দশম অধ্যায়

মাদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

এই অধ্যায়ে আমরা মাদের পরিচয় ও তার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব।

আভিধানিক অর্থ : টেনে লম্বা করা।

পারিভাষিক অর্থ : একটি হারফের পরে মাদের হারফ আসলে সে হারফকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টেনে পড়াকে মাদ বলে।

মাদের হারফ মোট তিনটি। যথা : ا – و – ى

উদাহরণ : আলিফ সাকিন তার আগের হারফে যবর দেওয়া : قَالَ

ওয়াও সাকিন তার আগের হারফে পেশ দেওয়া : يَقُوْلُ

ইয়া সাকিন তার আগের হারফে যের দেওয়া : قِيْلَ

মাদের পরিমাণ : দুই, চার/পাঁচ, ছয় আলিফ পর্যন্ত টান হবে। উল্লেখ্য, এই টানের পরিমাণ ও এক, তিন, পাঁচ আলিফ পরিমাণ টান একই।

মাদ্দে লিন : ي ও و সাকিনের আগের হারফে যদি যবর থাকে তখন তাকে মাদ্দে লিন বলা হয়। যেমন : خَيْرٌ – خَوْفٌ

লিনের হারফে দুই আলিফ থেকে কম টান হবে। তবে ওয়াকফ করলে দুই-চার-ছয় আলিফ পর্যন্ত টান হতে পারে।

মাদের প্রকারভেদ :

মাদ প্রথমত দুই প্রকার :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

❋ মাদ আসলি তবিয়ি (المد الاصلي الطبيعي)

❋ মাদ ফারয়ি (المد الفرعي)

মাদ আসলির পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : মূল, মৌলিক, প্রকৃত।

পারিভাষিক অর্থ : যে মাদ কোনো কারণ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে আসে তাকে মাদ আসলি বা তবিয়ি বলে।

এই মাদ চেনার উপায় হলো এই মাদের আগে বা পরে ء অথবা সাকিন থাকবে না। এই ধরনের মাদগুলোকে দুই আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়। এর কম বা বেশি করা জায়েয নেই।

উদাহরণ : - قَالَ – يَقُوْلُ – قِيْلَ

মাদ আসলির প্রকারসমূহ :

বিভিন্ন তাজওইদ বিশারদগণ এই মাদকে তিন, পাচ বা ছয় প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সবগুলোই বর্ণনা করা হলো।

মাদ আসলি ৬ প্রকার :

১. মাদ আসলি কালিমি : একটি শব্দের মাঝে সাধারণ নিয়মে যে মাদ আসে তাকে মাদ আসলি কালিমি বলে। যেমন : يُنَادُوْنَكَ – الْمدِيْنَة

২. মাদ আসলি হারফি : একটি হারফের মাঝে সাধারণ নিয়মে যে মাদ আসে তাকে মাদ আসলি হারফি বলে। এগুলো শুধু কিছু সুরার শুরুতে এসে থাকে। যেমন : طه – الٓر – يسٓ – كٓهيعٓصٓ ইত্যাদি।

শর্ত : এই হারফগুলো পড়ার নিয়ম হচ্ছে, তাকে বানান করে পড়তে হবে। যেমন : আলিফ লাম রা الٓر এর আলিফকে বানান করে পড়লে হবে আলিফ লাম ফা الف, লাম-কে বানান করে পড়লে হবে লাম আলিফ মিম لام, রা-কে বানান করে পড়লে হবে রা আলিফ را। এই হারফগুলোর মাঝে যেগুলো বানান করলে দুই হারফ বিশিষ্ট হয় সেগুলোই মাদ আসলির হারফি। হারফগুলো হলো : ح ي ط ه ر

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই হুরুফগুলোকে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

حَيٌّ طَهَر

(হাইয়ুন তহর)

অর্থ : পবিত্র জীবন

৩. মাদ সিলাহ সুগরা : এটা মূলত অনুপস্থিত একক পুরুষ-বাচক হা দমিরের (هاء الضمير) মাদ। শর্ত হচ্ছে, এই হা দমিরের পর হামজাহ থাকবে না; বরং তার আগে ও পরের হারফ হারাকাতযুক্ত হবে।

উদাহরণ : وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم – وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ

তবে হা দমিরের পর ওয়াকফ করলে আর মাদ হবে না।

৪. মাদ ইওয়াদ : দুই যবরওয়ালা হারফে ওয়াকফ করতে হলে দুই আলিফ মাদ করে এরপর ওয়াকফ করতে হয়। এই মাদকে মাদ ইওয়াদ বলে। উদাহরণ : مآءً – هُدًى

উল্লেখ্য, গোল তা অর্থাৎ ة এ দুই যবর হলে সেটা উপরোল্লিখিত নিয়মের মধ্যে পড়বে না। সে ক্ষেত্রে ওয়াকফ করলে এই ة কে ه এর মতো উচ্চারণ করতে হবে।

৫. মাদ তামকিন : ي হারফটি পাশাপাশি দুইবার আসবে। প্রথমটি তাশদীদযুক্ত ও পরেরটি মাদের হবে। উদাহরণ : حُيِّيْتُم – النَّبِيِّينَ

কিংবা দুইটি ي ও দুইটি و পাশাপাশি আসবে, প্রথমটি মাদের ও পরেরটি হারাকাতযুক্ত। উদাহরণ : الَّذِى يُوَسْوِسُ – ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

৬. মাদ বাদাল : আলিফ মাদের আগে হামজাহ আসবে, অর্থাৎ হামজাহ যবর আসবে ও তার পর আলিফ মাদ আসবে। এই প্রকার মাদটি মাদ কালিমিতে না হয়ে কেন মাদ বাদাল হয়েছে? কারণ, হামজাহ ও আলিফ পরপর আসা শব্দগুলো মূলত দুইটাই হামজাহ।

যেমন : ءَامَنَ শব্দটি আসলে এভাবে লেখা হয় : أَأْمَنَ

পরের হামজাহকে মাদ করার জন্য তাকে বদল করে আলিফ মাদের মতো লেখা হয়েছে।

ফায়েদা : কিছু মাদ আসলি এমন আছে, যেগুলো ওয়াকফ করলে প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি ওয়াসল করা হয়, অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া হয় তখন আর তাতে মাদ প্রকাশ পায় না।

১. পাশাপাশি দুইটি সাকিনওয়ালা হারফ আসবে, ও শেষ সাকিনওয়ালা হারফের আগে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাদের হারফ থাকবে। যেমন : مُلَاقُوْا اللّٰهِ

২. আলিফাতুস সাবয়া। অর্থাৎ এই সাতটি আলিফযুক্ত শব্দ মিলিয়ে পড়লে মাদ থাকবে না। তবে ওয়াকফ করলে থাকবে।

উদাহরণসমূহ :

সুরাহ আল-কাফিরুনের ৪ নং আয়াত :

وَلَآ أَنَاْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

সুরাহ আল-কাহাফের ৩৮ নং আয়াত :

لَّٰكِنَّاْ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا

সুরাহ আল-আহযাবের ১০ নং আয়াত :

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠

সুরাহ আল-আহযাবের ৬৬ নং আয়াত :

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠

সুরাহ আল-আহযাবের ৬৭ নং আয়াত :

وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠

সুরাহ আল-ইনসানের ৪ নং আয়াত :

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۠ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا

সুরাহ আল-ইনসানের ১৫ নং আয়াত :

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠

মাদ ফারয়ির পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : অপ্রধান, গৌণ, শাখা।

পারিভাষিক অর্থ : যে মাদে হামজাহ বা সাকিনের কারণে মাদ আসলি থেকে বেশি টান হয় তাকে মাদ ফারয়ি বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাদ ফারয়ির প্রকারসমূহ :

মাদ ফারয়ি দুই প্রকার।

❋ মাদের হারফের পর হামজাহ থাকবে।

❋ মাদের হারফের পর সাকিন থাকবে।

প্রথম প্রকার :

মাদের হারফের পর যদি হামজাহ আসে তবে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

ক. ওয়াজিব মুত্তাসিল الواجب المتصل

খ. জায়েজ মুনফাসিল الجائز المنفصل

ক. ওয়াজিব মুত্তাসিল : মুত্তাসিল অর্থ সংযুক্ত অবস্থা। অর্থাৎ একই শব্দে মাদের হারফ ও তার পরেই হামজাহ আসবে। সে ক্ষেত্রে মাদ ও হামজাহের মাঝে ওয়াকফ করার কোনো অবস্থা নেই। যেমন : السَّمَآءُ

এই মাদের সময়সীমা হলো চার-পাঁচ আলিফ।

খ. জায়েজ মুনফাসিল : মুনফাসিল অর্থ আলাদা করা। অর্থাৎ মাদ ও হামজা দুইটি একই শব্দে আসবে না; বরং আলাদা শব্দে আসবে। প্রথম শব্দের শেষ হারফে মাদ ও পরের শব্দের প্রথম হারফ হামজাহ হবে। যেমন : قُوٓا أَنْفُسَكُمْ

এই মাদকে দুই ভাবে পড়া যায়, ওয়াকফ ও ওয়াসল করে।

ওয়াকফ : মাদের হারফের পর থামলে দুই আলিফ টান হবে।

ওয়াসল : মাদের হারফের পর না থেমে পরের শব্দে চলে গেলে তথা শব্দদ্বয় মিলিয়ে পড়লে চার/পাঁচ আলিফ টান হবে।

মাদ জায়েজ মুনফাসিলের আরেকটি শাখা আছে। আর তা হলো মাদ সিলা কুবরা।

মাদ সিলা কুবরা : এটা মূলত অনুপস্থিত একক পুরুষ-বাচক হা দমিরের (هاء الضمير) মাদ। এই হা দমিরের পর হামজাহ আসবে।

উদাহরণ : يَرَهُۥٓ أَحَدٌ – عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ তবে হা দমিরের পর ওয়াকফ করলে আর মাদ হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় প্রকার :

মাদের হারফের পর যদি সাকিন আসে তবে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

❋ মাদ সাকিন লাযেম السّاكن اللازم

❋ মাদ সাকিন আরেদ السّاكن العارض

ক. মাদ সাকিন লাযেম :

মাদের হারফের পর সাকিনওয়ালা হারফ আসবে। এই সাকিন ওয়াকফ করার কারণে হওয়া সাকিন নয়; বরং হারফটিই সাকিনযুক্ত। মাদ সাকিন লাযেমকে চার ভাগ ভাগ করা হয়।

❋ মাদ লাযেম কালিমি মুসাক্কাল।

❋ মাদ লাযেম কালিমি মুখাফফাফ।

❋ মাদ লাযেম হারফি মুসাক্কাল।

❋ মাদ লাযেম হারফি মুখাফফাফ।

এক. মাদ লাযেম কালিমি মুসাক্কাল :

মুসাক্কাল শব্দের অর্থ ভারী। অর্থাৎ একই শব্দে মাদের হারফের পর তাশদীদযুক্ত হারফ থাকা।

মাদের হারফের পর একই শব্দে তাশদিদযুক্ত হারফ আসলে তাকে মাদ লাযেম কালিমি মুসাক্কাল বলে, যেহেতু তাশদীদযুক্ত তাই এখানে দুইটি হারফ হওয়ায় ভারী বা মুসাক্কাল বলা হয়েছে। যেমন : وَلَا الضَّالِّيْنَ

এই মাদ ছয় আলিফ সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়।

দুই. মাদ লাযেম কালিমি মুখাফফাফ :

মুখাফফাফ অর্থ হালকা। অর্থাৎ একই শব্দে মাদের হারফের পর সাকিনযুক্ত হারফ থাকা।

মাদের হারফের পর একই শব্দে সাকিনযুক্ত হারফ আসলে তাকে মাদ লাযেম কালিমি মুখাফফাফ বলে, যেহেতু সাকিনযুক্ত তাই এখানে একটি হারফ হওয়ায় হালকা বা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুখাফফাফ বলা হয়েছে। যেমন : ءَآلْآنَ

এমন শব্দ কুরআনে দুইবার মাত্র এসেছে। (সুরাহ ইউনুস : ৫১/৯১) এই মাদ ছয় আলিফ সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, মাদ লাযেম কালিমি মুসাক্কাল ও মুখাফফাফ উভয় মাদের জন্য শর্ত হলো, মাদটি একই শব্দের মধ্যে হতে হবে।

তিন. মাদ লাযেম হারফি মুসাক্কাল :

কোনো শব্দ ব্যতীত শুধু হারফের মধ্যে মাদের হারফের পর তাশদীদযুক্ত হারফ আসলে তাকে মাদ লাযেম হারফি মুসাক্কাল বলে।

উদাহরণ : طسٓمٓ – الٓمٓصٓ – الٓمٓر – الٓمٓ

এই হারফগুলো পড়ার নিয়ম হচ্ছে, তাকে বানান করে পড়তে হবে। যেমন :الٓمٓ এর আলিফ-কে বানান করে পড়লে হবে আলিফ লাম ফা (الف)

লাম-কে বানান করে পড়লে হবে লাম আলিফ মিম (لام)

মিম-কে বানান করে পড়লে হবে মিম ইয়া মিম (ميم)

তো সব মিলিয়ে হলো : اَلِفْ لَامْ مِّيمْ

এখানে লামের শেষ মিমটি সাকিনযুক্ত ও পরের মিমের প্রথমটি হারাকাতযুক্ত হওয়ায় মিম দুটো তাশদীদযুক্ত হয়ে ইদগাম হয়েছে। অর্থাৎ, লামের আলিফ মাদের পর তাশদীদযুক্ত মিম এসেছে। তাই হারফি মুসাক্কাল বলা হয়েছে। এই মাদ ছয় আলিফ সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়।

চার. মাদ লাযেম হারফি মুখাফফাফ :

কোনো শব্দ ব্যতীত শুধু হারফের মধ্যে মাদের হারফের পর সাকিনযুক্ত হারফ আসলে তাকে মাদ লাযেম হারফি মুখাফফাফ বলে। উদাহরণ : نٓ – قٓ – حمٓ – يسٓ

(এখানে يسٓ -কে যদি বানান করে পড়া হয় তবে ইয়া আলিফ يا , সিন-কে বানান করলে হবে সিন ইয়া নুন سين) এখানে তিন হারফ বিশিষ্ট হারফটি হচ্ছে س এবং তাতে মাদের হারফ ي এর পর সাকিনযুক্ত হারফ ن এসেছে। অর্থাৎ সিনের ইয়া মাদের হারফের পর সাকিনওয়ালা হারফ নুন এসেছে। তাই হারফি মুখাফফাফ বলা হয়েছে। এই মাদ ছয় আলিফ সমপরিমাণ দীর্ঘ হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্মরণ রাখতে হবে যে, মাদ লাযেম হারফি মুসাক্কাল এবং মুখাফফাফ উভয় মাদের শর্ত হচ্ছে এই মাদ তিন হারফবিশিষ্ট হারফের মধ্যে হতে হবে।

হারফগুলো হলো : ص – ق – ن – ل – س – ع – م – ك

এই হারফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

كَمْ عَسَلْ نَقَصْ

(কাম আসাল নাক্বাস)

অর্থ : কতটুকু মধুর ঘাটতি রয়েছে?

খ. মাদ সাকিন আরেদ :

একটি শব্দের শেষ হারফের আগে মাদ কিংবা লিন আসবে। এবং শেষ হারফটিতে ওয়াকফ করার কারণে সাকিন দেওয়া হবে। অর্থাৎ শেষ হারফটি হারাকাতযুক্ত, কিন্তু ওয়াকফ করার কারণে তাতে সাকিনযুক্ত করা হয়েছে।

মাদ সাকিন আরেদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

❋ মাদ আরেদ সাকিন

❋ মাদ আরেদ লিন

ক. মাদ আরেদ সাকিন :

যে শব্দে ওয়াকফ করা হবে সে শব্দের শেষ হারফের আগে মাদ আসলি আসবে।

অর্থাৎ ا সাকিনের আগের হারফে যবর, ي সাকিনের আগের হারফে যের ও و সাকিনের আগের হারফে পেশ হবে।

উদাহরণ : الرَّحْمٰنُ – يَعْلَمُوْنَ – الرَّحِيْمِ

এই মাদের সময়সীমা হলো দুই, চার বা ছয় আলিফ। তবে পরের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে শুধু দুই আলিফ টান হবে।

খ. মাদ আরেদ লিন :

যে শব্দে ওয়াকফ করা হবে সে শব্দের শেষ হারফের আগে মাদ লিন আসবে।

অর্থাৎ و ও ي সাকিনের আগের হারফে যবর থাকবে।

উদাহরণ : خَوْف – الْبَيْتُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই মাদের সময়সীমা হলো দুই, চার বা ছয় আলিফ। তবে পরের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে দুই আলিফের কম টান হবে।

অনুশীলন

১. মাদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

২. মাদ ফারয়ি বিস্তারিত লিখুন।

৩. দুই, চার, পাঁচ ও ছয় আলিফবিশিষ্ট মাদের ৩ টি করে উদাহরণ লিখুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একাদশ অধ্যায়

ওয়াকফ এবং ইবতিদা'র বিবরণ

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ওয়াকফ এবং ইবতিদা' وقف – إبتداء নিয়ে। শুরুতে ওয়াকফের সাথে পরিচিত হব। তারপর ইবতিদা'র সাথে।

ওয়াকফর وقف পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : থেমে যাওয়া।

পারিভাষিক অর্থ : তিলাওয়াতের মাঝে আয়াত শেষ হওয়ার আগে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে থেমে যাওয়া।

ওয়াকফর প্রকারভেদ

ওয়াক্কফ দুই রকম :

এক. ওয়াকফ জায়েজ : অর্থাৎ যেখানে থামলে অর্থ ঠিক থাকে। এ ধরনের জায়গাগুলো কুরআনের আয়াতের মাঝে চিহ্নিত করা থাকে। এই চিহ্নগুলো নিয়ে সামনে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দুই. ওয়াকফ গাইর জায়েজ : অর্থাৎ যেখানে থামলে অর্থ ঠিক থাকে না; বরং উদ্দেশ্য বদলে যায় বা কোনো অর্থই আর থাকে না। এর একটি উদাহরণ হলো সুরাহ আন-নিসার ৪৩ নং আয়াত। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

> *অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ, তোমরা নামাজের কাছেও যেয়ো না যখন নেশাগ্রস্ত হও।"*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কেউ যদি 'নামাজের কাছেও যেয়ো না' বলে থেমে যায়, তবে অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। অনেক সময় আয়াতের মাঝখানে না; বরং আয়াতের শেষে থামলেও অর্থ বদলে যায়। সে ক্ষেত্রে যে বিষয় বা ঘটনার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হচ্ছিল তা শেষ করে তারপর তিলাওয়াত থেকে বিরতি নিতে হবে। এর একটি উদাহরণ হলো সুরা আল-মাউনের ৪নং আয়াত। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

অর্থাৎ, "সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য।"

এটুকু হলো এক আয়াতের অর্থ। এটুকু পড়ে যদি কেউ তিলাওয়াত করা শেষ করে তবে তা জায়েয হবে না। কারণ, এর মাধ্যমে অর্থ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে; বরং এর সাথে পরবর্তী আয়াত মিলিয়ে যখন পড়া হবে :

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ অর্থাৎ, "যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী" তখন অর্থটা সঠিক হয় এবং কথাটি পূর্ণতা লাভ করে।

ইবতিদা'র ابتداء পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : শুরু করা।

পারিভাষিক অর্থ : আয়াতের শুরুতে বা মাঝখানে ওয়াকফ করার পর আবার নতুন করে তিলাওয়াত শুরু করা।

ইবতিদা'র প্রকারভেদ

ইবতিদা' দুই রকম :

এক. ইবতিদা' জায়েজ :

অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে বা মাঝখানে ওয়াকফ করার পর আবার নতুন করে এমন জায়গা থেকে তিলাওয়াত শুরু করা, যেখানে অর্থ বদলে যায় না।

দুই. ইবতিদা' গাইর জায়েজ :

অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে বা মাঝখানে ওয়াকফ করার পর আবার নতুন করে এমন জায়গা থেকে তিলাওয়াত শুরু করা, যেখানে অর্থ বদলে যায়।

এর একটি উদাহরণ হলো সুরাহ মারয়ামের ৮৮ নম্বর আয়াত। সেখানে আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدًا

> *“তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।”*

এখানে “وَقَالُوا তারা বলে” বলার পর থেমে গিয়ে আবার শুধু “ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ দয়াময় সন্তান ” থেকে শুরু করা। এ ক্ষেত্রে অর্থ বদলে যায় যে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এভাবে পড়লে এটা যে খ্রিষ্টানদের কথা, তা আর বোঝা যায় না। ফলে অর্থটা বিকৃত হয়ে যায়।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। সুরাহ আল-মা’ইদাহর ৬৪ নং আয়াতের শুরুতে আছে :

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌ

> *“আর ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত অবশ হয়ে গেছে।”*

এখানে যদি কেউ “يَدُ ٱللَّهِ আল্লাহর হাত” থেকে তিলাওয়াত শুরু করে তাহলে সেটা জায়েয হবে না। কারণ, এতে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। এটা যে ইহুদিদের কথা, তা আর বোঝা যায় না।

ওয়াকফ এবং ইবতিদা’ অনেক বিস্তৃত বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য তা পুরোপুরি বোঝা কষ্টসাধ্য। তাই এই বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না। ওয়াকফ ও ইবতিদা’ বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো আয়াতের অর্থ অনুধাবন করে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

ফায়েদা :

১. দুই যের ও দুই পেশ (ـٍ , ـٌ) যুক্ত হারফে ওয়াকফ করলে সেই হারফটি সাকিন করে ওয়াকফ করতে হবে। যেমন : كَأْسٍ – حِيْنٌ

২. দুই যবর (ـً) যুক্ত হারফে ওয়াকফ করলে দুই আলিফ মাদসহ ওয়াকফ করতে হবে। যেমন : مَفَازًا শব্দটিকে ‘মাফাযান’ না পড়ে পড়তে হবে ‘মাফাযা’।

৩. গোল তা (ة)-তে ওয়াকফ করলে ه এর মতো ওয়াকফ করতে হবে। যেমন : كَلِمَةٌ শব্দটিতে ওয়াকফ করলে ‘কালিমাতুন’ না পড়ে পড়তে হবে ‘কালিমাহ’।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুশীলন

১. ওয়াকফ ও ইবতিদা' কী?

২. ওয়াকফ গাইর জায়েজ কাকে বলে? কিতাবের বাইরে থেকে এর দুইটি উদাহরণ দিন।

৩. ইবতিদা গাইর জায়েজ কাকে বলে? কিতাবের বাইরে থেকে এর দুইটি উদাহরণ দিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বাদশ অধ্যায়

লাম তা'রিফ

لام تعريف

এই অধ্যায়ে আমরা আল অর্থাৎ ال দিয়ে শুরু হওয়া শব্দগুলোর কোনটাতে লাম উচ্চারণ হবে ও কোনটাতে লাম উচ্চারণ হবে না তা জানব।

লাম তা'রিফের পরিচয় : তা'রিফ অর্থ নির্দিষ্টকরণ বা পরিচিতিকরণ।

মূল শব্দের অতিরিক্ত এমন একটি লাম সাকিন, যা অনির্দিষ্ট ইসিমের শুরুতে আসে তাকে নির্দিষ্ট করার জন্য। এবং এর শুরুতে একটি যবরযুক্ত হামযা ওয়াসল থাকে।

যেমন : (بَيْتٌ ঘর) শব্দটি পরিচয়হীন। কার ঘর, কিসের ঘর সব অনির্দিষ্ট।

আবার (اَلْبَيْتُ ঘরটি) বাইত শব্দের আগে আল যুক্ত করে তাকে নির্দিষ্ট করে একটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

লাম তা'রিফ দুই প্রকার :

❀ লাম ক্বমারিয়্যা اللام القمرية

❀ লাম শামসিয়্যা اللام الشمسية

১. লাম ক্বমারিয়্যা : সেসব লাম সাকিনকে বলা হয় যাদেরকে ইজহার অর্থাৎ উচ্চারণ করতে হবে, পরের হারফের মাঝে ইদগাম হয়ে অনুচ্চারিত অবস্থায় থাকবে না।

উদাহরণ : وَٱلْقَلَمِ – ٱلْيُسْرَ

ইজহার হওয়ার কারণ : লামের মাখরাজ থেকে দূরত্ব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হারফগুলো : ১৪ টি।

أ – ب – غ – ح – ج – ك – و – خ – ف – ع – ق – ي – م – ه

এই হারফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

إِبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِمَهٌ

(ইবগি হাজ্জাকা ওয়াখফ আ'ক্বিমাহ)

অর্থ : তুমি হজ্জের আকাঙ্ক্ষা করো এবং নিষ্ফল হজ্জের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকো।

২. **লাম শামসিয়্যা :** সেসব লাম সাকিনকে বলা হয় যাদের পরের হারফের মাঝে ইদগাম করে পড়তে হবে। অর্থাৎ লাম উচ্চারিত হবে না, পরের হারফের মাঝে ইদগাম হয়ে অনুচ্চারিত অবস্থায় থাকবে।

উদাহরণ : **ٱلتَّوْبَةُ – ٱلشَّمْسِ**

ইদগাম হওয়ার কারণ : লামের সাথে তামাসুল ও লাম ছাড়া বাকিগুলোর সাথে তাকারুব।

হুরুফগুলো : ১৪ টি

ط – ث – ص – ر – ت – ض – ذ – د – ن – س – ظ – ز – ش – ل

এই হারফগুলো মনে রাখার জন্য একটি বাক্য বানানো হয়েছে। আর তা হলো :

طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحْمًا تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَمْ
دَعْ سُوءَ ظَنٍّ زُرْ شَرِيفًا لِلْكَرَمْ

(তিব সুম্মা সিল রহমান তাফুজ দিফ জা নিয়াম
দা' সুআ যন্নিন যুর শারিফান লিলকারম)

অর্থ : তুমি সাধু হও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, তবেই তুমি সফল হবে। অনুগ্রহদাতার আতিথেয়তা করো। মন্দ ধারণা পরিহার করো এবং সম্মানিত লোকের সাক্ষাতে যাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুশীলন

১. লাম তা'রিফের পরিচয় কী?

২. লাম শামসিয়্যার ১০টি উদাহরণ লিখুন।

৩. লাম ক্বমারিয়ার ১০টি উদাহরণ লিখুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হামজাতুল ওয়াসল

همزة الوصل

এই অধ্যায়ে হামজাতুল ওয়াসল নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা জানি আরবি শব্দ সাকিন দিয়ে শুরু হয় না এবং মুতাহাররিক অবস্থায় ওয়াকফ হয় না। যদি শব্দের প্রথম হারফ সাকিনযুক্ত হয় তবে তার আগে একটি হামজা যুক্ত করতে হয় সেই শব্দটিকে পড়ার জন্য। নিম্নে হামজাতুল ওয়াসলের পরিচয় ও বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

হামজাতুল ওয়াসল : এই হামজা সাকিনযুক্ত হারফ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের আগে আসে। ইবতিদা'র সময় তা প্রকাশ পাবে ও ওয়াসলের ক্ষেত্রে অপ্রকাশিত থাকবে।

উদাহরণ : ٱلْحَمْدُ – ٱضْرِبْ – ٱنْظُرُوا

হামজাতুল ওয়াসলে যের, যবর, এবং পেশ যুক্ত করেই তবে শব্দটি পড়তে হয়। কোন পর্যায়ে কোন হারাকাত আসবে তা নিম্নের আলোচনায় বোঝা যাবে।

❃ হামজাতুল ওয়াসলে যবর হবে

❃ হামজাতুল ওয়াসলে পেশ হবে

❃ হামজাতুল ওয়াসলে যের হবে

১. হামজাতুল ওয়াসলে যবর হবে : সমস্ত লাম তা'রিফ যুক্ত শব্দে যবর হবে।

উদাহরণ : ٱلْجَنَّةَ – ٱلنَّارَ – ٱلسَّماءَ

২. হামজাতুল ওয়াসলে পেশ হবে : যদি ক্রিয়াগত শব্দের তৃতীয় হারফে পেশ থাকে : ٱحْشُرُوا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩. হামজাতুল ওয়াসলে যের হবে :

❋ যদি ক্রিয়াগত শব্দের তৃতীয় হারফে যবর থাকে : ٱذْهَبَا

❋ যদি ক্রিয়াগত শব্দের তৃতীয় হারফে যের থাকে : ٱضْرِبْ

❋ নির্দিষ্ট পাঁচটি শব্দের তৃতীয় হারফে পেশ আসলেও হামজাতুল ওয়াসলে যের হবে। শব্দগুলো : ٱقْضُوٓا – أَنْ ٱمْشُوا – ٱبْنُوا – وَٱمْضُوا – ٱءْتُوا

এখানে তৃতীয় হারফে পেশ থাকার পরেও যের হওয়ার কারণ : শব্দগুলো মূলত এমন নয়। প্রত্যেক তৃতীয় হারফে যের ও তার পরে ইয়া পেশ يُ আছে। অর্থাৎ, ٱقْضُوٓا শব্দটা মূলত ٱقْضِيُوٓا এখনে তৃতীয় হারফে যেরই দেওয়া।

❋ পাঁচ বা ছয় হারফ বিশিষ্ট অতীত ক্রিয়াপদ শব্দ সাকিন যুক্ত হারফ দিয়ে শুরু হলে তার আগে হামজাতুল ওয়াসলে যের হবে : ٱنْطَلِقُوا – ٱسْتَغْفِر

❋ এই সাতটি নামের আগে হামজাতুল ওয়াসলে যের হবে : ٱبْنُ – ٱبْنَتَ – ٱمْرُؤُا – ٱمْرَأَتَ – ٱثْنَانِ – ٱثْنَتَا – ٱسْمُهُ

(কারণ, তারা এককভাবে অনির্দিষ্ট ও পরিচয়হীন, এবং তাদের আগে ال আসেনি)

অনুশীলন

১. হামজাতুল ওয়াসল কেনো শব্দের শুরুতে আসে?

২. কোন হালতে হামজাতুল ওয়াসলে পেশ হবে?

৩. কোন হালতে হামজাতুল ওয়াসলে যবর হবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চতুর্দশ অধ্যায়

ওয়াকফের চিহ্নসমূহের বিবরণ

এই অধ্যায়ে আমরা সে সকল **علامات** বা চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলোর সাথে পরিচিতি লাভ করার মাধ্যমে আমরা সহজেই জানতে পারব তিলাওয়াতের সময় কোথায় আমাদের অবশ্যই থামতে হবে, কোথায় না থামলেও চলবে আর কোথায় কোনোক্রমেই থামা যাবে না।

একে একে চিহ্নগুলো তুলে ধরা হলো।

[م] - এই চিহ্নে অবশ্যই ওয়াকফ করতে হবে।

উদাহরণ : **إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ م وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ**

[لا] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা নিষেধ।

উদাহরণ : **وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً لا وَمَا جَعَلْنَا**

[ج] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা জায়েজ। ইচ্ছা হলে ওয়াকফ করবে না করলেও সমস্যা নেই।

উদাহরণ : **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ج إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ**

[صلے] - এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ সিলা। এই চিহ্নে ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করতে হবে।

উদাহরণ : **وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ صلے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

[قلے] - এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ ক্বিলা। ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করতে চাইলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করবে, না হয় যেখানে ওয়াকফ করা হয়েছে তার পর থেকে শুরু করবে।

উদাহরণ : قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

[م] - এই চিহ্নের পর ইক্বলাব থাকে।

উদাহরণ : بِأَيِّ ذَ ۢنبٍ قُتِلَتْ

[س] - এই চিহ্ন দুই জায়গায় থাকে। একটি থাকে আয়াতের ওপর দুই শব্দের মাঝখানে। এর অর্থ সাকতাহ। অর্থাৎ এমন চিহ্নে নিঃশ্বাস না ফেলেই চুপ থেকে আবার তিলাওয়াত শুরু করতে হবে।

উদাহরণ : كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আরেকটি হলো এই চিহ্নটি কিছু কিছু শব্দে ص এর ওপরে বা নিচে থাকে। যদি ওপরে থাকে তাহলে س উচ্চারণ করতে হবে। আর নিচে থাকলে ص উচ্চারণ করতে হবে।

উদাহরণ : أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ

[۩] সিজদাওয়ালা আয়াতে এই চিহ্ন থাকে।

উদাহরণ : সুরা আল আলাক্বের ১৯ নং আয়াত :

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩

[ٱ] এই চিহ্নের নাম হামজাতুল ওয়াসল। যেসব শব্দের প্রথম হারফ সাকিন হয় তার আগে এই হামজাহ থাকে। এই হামজাহ তিলাওয়াত চলাকালে উচ্চারিত হবে না। শুধু ইবতিদা'র সময় হবে।

উদাহরণ : أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ

[آ] চার, পাঁচ বা ছয় আলিফ টান বিশিষ্ট মাদের আলিফ বোঝানোর জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ : وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ

[ْ]- এই চিহ্নটি আলিফের ওপর থাকে। এই চিহ্নযুক্ত আলিফ যে শব্দে থাকবে সে শব্দ তিলাওয়াতের সময় ওয়াকফ করলে মাদ দিয়ে ওয়াকফ করবে আর মিলিয়ে পড়লে মাদ ছাড়া পড়বে। উদাহরণ : وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

[ى – و – ا] - মাদের হুরুফ। এইগুলোর ওপর (~) এই চিহ্ন থাকলে চার-পাঁচ আলিফ টান হবে। আর এই চিহ্ন না থাকলে ২ আলিফ টান হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উদাহরণ : مَالُهُ وَ – فَأَثَرْنَ بِهِ ۚ

[∴ – ∴] এই চিহ্নগুলোর মাঝে যেকোনো একটায় ওয়াকফ করতে হবে। দুইটাতে করা যাবে না।

উদাহরণ : ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

শেষ কথা

আলহামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে তাজওইদ বইটির শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তাজওইদের নিয়ম মেনে শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহর এই গুনাহগার বান্দিকে দুয়ার সময় স্মরণ রাখার অনুরোধ।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

❋ তাইসিরু আহকামিল কুরআন
❋ আলমুজাযুল মুফিদ ফি কাওয়াইদ আত-তাজওইদ
❋ আল-কওলুস সাদিদ ফি আহকাম আত-তাজওইদ
❋ আল-ওয়াজিয ফি ইলম আত-তাজওইদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শব্দনির্দেশনা

- তাজওইদ- তাজবীদ
- তানওইন- তানবীন
- হারাকাত- হরকত
- হারফ/হুরুফ- হরফ
- মুতাহাররিক- হরকতযুক্ত
- সাকিন- জযম
- আহকাম- হুকুমের বহুবচন
- মাদ- মদ্দ
- মারাতেব- মরতবা/প্রকারভেদ
- মুসাক্কাল- ভারী
- মুখাফফাফ- হালকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘরে বসে অনলাইনে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ

Aslaf Arabic Academy

কোর্সসমূহ

- » সহিহভাবে কুরআন শিক্ষা - তাজওইদ কোর্স
- » ডিপ্লোমা ইন এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ
- » ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক লাফস্টাইল
- » সম্পুর্ন কুরআন হিফজ কোর্স
- » ম্যারিজ প্রিপারেশন
- » ইসলামিক হোমস্কুলিং ফর কিডস
- » মাসনুন দুয়া ও আযকার কোর্স
- » আক্বীদা কোর্স
- » রমাদান কোর্স
- » পাঁচ পারা হিফজ কোর্স
- » ৩০ তম পারার ২৫ টি সূরা হিফজ বা নাজিরা তিলাওয়াত কোর্স
- » ইসলাম দ্যা আল্টিমেট ট্রুথ
- » কীভাবে একটি বই পড়বেন?

www.aslafacademy.com || /aslafacademy

Aslaf Arabic Academy

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাকতাবাতুল আসলাফ কর্তৃক
প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.)
২	সালাফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস	আবদুল্লাহ আল মাসউদ
৩	তাজওইদ	যাইনাব আল-গাযী
৪	রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
৫	দুখের পরে সুখ	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৬	কুররাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন	ডা. শামসুল আরেফীন
৭	শয়তানের চক্রান্ত	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৮	গুরাবা	আবূ বকর আল-আজুররী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)
৯	নবীজীর সংসার ﷺ	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১০	নবীজীর দিনলিপি ﷺ	শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
১১	সালাফের দরবারবিমুখতা	ইমাম আবু বকর মাররূযী রহ. (মৃত্যু: ২৭৫ হি.)
১২	গুনাহ মাফের আমল	ড. সায়্যিদ বিন হুসাইন আফফানী
১৩	ইসলামের ইতিহাস : নববী যুগ থেকে বর্তমান	ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
১৪	কুররাতু আইয়ুন - ২	ডা. শামসুল আরেফীন
১৫	ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ : নববী যুগ থেকে বর্তমান	সাদিক ফারহান
১৬	যিকিরে-ফিকিরে কুরআন	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১৭	সান্নিধ্যের সৌরভে	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)
১৮	নবীজির পাঠশালা ﷺ	আদহাম শারকাভি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাকতাবাতুল আসলাফ হতে

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহের তালিকা

বই	লেখক
রূহের চিকিৎসা	ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৭ হি.)
ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর	ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. (মৃত্যু: ৭৫১ হি.)
তাহকীককৃত সংক্ষিপ্ত ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন	মূল: ইমাম গাযালী রহ. তাহক্বীক ও সংক্ষেপণ : ইমাম ইবনুল জাওযী ও ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ.
মাদারিজুস সালিকীন	ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহ. (মৃত্যু: ৭৫১ হি.)
শারহু হাদীসে আরবাইন	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)
তাহকীককৃত হায়াতুস সাহাবাহ d	শাইখ ইউসুফ কান্ধলভী রহ.
সংক্ষিপ্ত তাফসীর ইবনু কাসীর	ইমাম ইবনু কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪ হি.); সংক্ষেপণ : শাইখ আলী আস-সাবুনী
তাওবাকারীদের গল্প	ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ. (মৃত্যু: ৬২০ হি.)
আল ফুরকান : আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের দোসর	ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৭ হি.)
নবীজির রমাদান ﷺ	শাইখ ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সগীর
তাসাউফের মজলিস	মীযান হারুন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com